করিন্থীয়দের কাছে প্রথম পত্র

১ আমি পল, ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায় খ্রীষ্টযীশুর প্রেরিতদূত হতে আহূত, এবং ভাই সোস্থেনেস, ২
করিন্থে ঈশ্বরের মণ্ডলীর সমীপে; তাদেরও সমীপে, যারা খ্রীষ্টযীশুতে পবিত্রীকৃত হয়ে তাদের
সকলেরই সঙ্গে পবিত্রজন হতে আহূত হয়েছে যারা সর্বত্র আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টের নাম করে
যিনি তাদের ও আমাদের প্রভু: ৩ আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশুখ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি
তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

৪ ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ খ্রীষ্টযীশুতে তোমাদের দেওয়া হয়েছে, তার জন্য আমি তোমাদের বিষয়ে
নিয়তই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ৫ কারণ তাঁরই মধ্যে তোমরা সব দিক দিয়ে—বচনে জ্ঞানে সব
দিক দিয়েই ধনবান হয়ে উঠেছ; ৬ তাই খ্রীষ্টের সাক্ষ্য তোমাদের মধ্যে এমন দৃঢ়তার সঙ্গে স্থান
পেয়েছে যে, ৭ আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের আত্মপ্রকাশের প্রতীক্ষা করতে করতে তোমাদের কোন
অনুগ্রহদানের অভাব পড়ে না; ৮ তিনিই তোমাদের শেষ পর্যন্ত সুস্থির করে রাখবেন, যেন তোমরা
আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের দিনে অনিন্দ্য হতে পার। ৯ যিনি তাঁর আপন পুত্র যীশুখ্রীষ্ট আমাদের সেই
প্রভুর সঙ্গে জীবন-সহভাগিতার উদ্দেশে তোমাদের আহ্বান করেছেন, সেই ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত।

ভক্তদের মধ্যে বিবাদ

১০ ভাই, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নামের দোহাই আমি তোমাদের অনুরোধ করছি: তোমরা
সকলে একই কথা বল, তোমাদের মধ্যে যেন কোন বিভেদ না থাকে, বরং এক মনোভাবে ও এক
বিচারে সম্পূর্ণরূপে এক হও। ১১ কেননা, হে আমার ভাইয়েরা, আমি খ্লয়ের লোকজনদের কাছ থেকে
তোমাদের বিষয়ে একথা জানতে পেরেছি যে, তোমাদের মধ্যে নাকি যথেষ্ট বিবাদ দেখা দিচ্ছে। ১২
আমি যে ব্যাপার ইঙ্গিত করে কথা বলছি, তা হল এ: তোমরা নাকি এক একজন বলে থাক, আমি
পলের, আমি কিন্তু আপল্লোসের, আমি আবার কেফাসের, আর আমি খ্রীষ্টের। ১৩ খ্রীষ্টকে বিভক্ত
করা হয়েছে নাকি? পল কি তোমাদের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে? পলের নামের উদ্দেশেই কি তোমরা
দীক্ষাস্নাত হয়েছ? ১৪ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! ক্রিস্পস ও গাইউসকে ছাড়া আমি তোমাদের কাউকেই
দীক্ষাস্নাত করিনি, ১৫ যেন কেউ না বলতে পারে, তোমরা আমার নামের উদ্দেশেই দীক্ষাস্নাত
হয়েছ। ১৬ অবশ্যই, স্তেফানাসের বাড়ির লোকদেরও আমি দীক্ষাস্নাত করেছি, তবু জানি না, এদের
কথা বাদে অন্য কাউকেও দীক্ষাস্নাত করেছি কিনা। ১৭ কারণ খ্রীষ্ট দীক্ষাস্নান সম্পাদন করতে নয়,
সুসমাচার প্রচার করতেই আমাকে প্রেরণ করেছেন; তাও এমন প্রজ্ঞার ভাষায় নয়, যা খ্রীষ্টের ক্রুশ
ব্যর্থ করতে পারে।

সত্যকার ও মিথ্যা প্রজ্ঞা

১৮ কেননা যারা বিনাশের দিকে চলছে, তাদের কাছে ক্রুশের বাণী মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু যারা
পরিত্রাণ পাচ্ছি, সেই আমাদের কাছে তা ঈশ্বরের পরাক্রম। ১৯ কারণ লেখা আছে: *আমি ধ্বংস করে
দেব প্রজ্ঞাবানের প্রজ্ঞা, ব্যর্থ করে দেব বুদ্ধিমানের বুদ্ধি।* ২০ প্রজ্ঞাবান কোথায়? শাস্ত্রবিদ কোথায়?
এই যুগের তর্কবাগীশ কোথায়? ঈশ্বর কি জগতের প্রজ্ঞাকে মূর্খ বলে দেখাননি? ২১ কেননা ঈশ্বরের
প্রজ্ঞাময় সঙ্কল্প অনুসারে যখন জগৎ নিজের প্রজ্ঞা দ্বারা ঈশ্বরকে জানতে পারেনি, তখন ঈশ্বর এতে

প্রসন্ন হলেন যে, প্রচারের মূর্খতা দ্বারাই তিনি বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ সাধন করবেন। ২২ তাই ইহুদীরা
নানা চিহ্ন দেখবার দাবি করতে করতে ও গ্রীকেরা প্রজ্ঞার সন্ধান করতে করতে ২৩ আমরা এমন
ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টকে প্রচার করি, যিনি ইহুদীদের পক্ষে স্খলনের কারণ ও বিজাতীয়দের কাছে মূর্খতার
নামান্তর; ২৪ কিন্তু আহূত যারা—তারা ইহুদী হোক বা গ্রীক হোক—তাদের কাছে আমরা এমন
খ্রীষ্টকে প্রচার করি, যিনি ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা। ২৫ কারণ যা ঈশ্বরের মূর্খতা, তা
মানুষের চেয়ে প্রজ্ঞাময় এবং যা ঈশ্বরের দুর্বলতা, তা মানুষের চেয়ে শক্তিশালী।

২৬ ভাই, একটু বিচার-বিবেচনা কর, তোমরা নিজেরা কেমন ভাবে আহূত হয়েছ: আসলে—
জাগতিক বিচার অনুসারে—তোমাদের মধ্যে প্রজ্ঞাবান বলতে বেশি কেউ নেই, ক্ষমতাশালী বলতে
বেশি কেউ নেই, সম্ভ্রান্ত বংশীয় বলতে বেশি কেউ নেই; ২৭ কিন্তু জগতের যা মূর্খ, ঈশ্বর তা-ই বেছে
নিয়েছেন প্রজ্ঞাবানদের লজ্জা দেবার জন্য; এবং জগতের যা দুর্বল, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যা
শক্তিশালী, তা লজ্জা দেবার জন্য; ২৮ এবং জগতের যা হীন, অবজ্ঞাত, যার কোন অস্তিত্ব নেই, ঈশ্বর
তা-ই বেছে নিয়েছেন, যার অস্তিত্ব আছে, তা নস্যাৎ করে দেবার জন্য, ২৯ যেন কোন মর্তমানুষ
ঈশ্বরের সামনে গর্ববোধ করতে না পারে। ৩০ তাঁরই জন্যে তোমাদের সেই খ্রীষ্টযীশুতে একটা
অস্তিত্ব আছে, যিনি আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত প্রজ্ঞা—অর্থাৎ ধর্মময়তা,
পবিত্রতা ও মুক্তি; ৩১ যেমনটি লেখা আছে: *যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে প্রভুতেই গর্ব করুক।*

২ ভাই, আমি যখন তোমাদের কাছে এসেছিলাম, তখন এসে ভাষা বা প্রজ্ঞার উৎকৃষ্টতা অনুসারেই
যে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের রহস্য জানিয়েছি, তা নয়; ২ কেননা আমি মনে স্থির করেছিলাম,
তোমাদের মধ্যে আমি যীশুখ্রীষ্টকে ছাড়া, ক্রুশবিদ্ধই যীশুখ্রীষ্টকে ছাড়া আর অন্য কিছু চিনব না। ৩
আমি দুর্বলতায়, ভয়ে ও কম্পিত অন্তরেই তোমাদের কাছে এসেছিলাম, ৪ আর আমার বাণী ও
আমার প্রচার প্রজ্ঞার চিত্তগ্রাহী ভাষার উপর নির্ভর করছিল না, বরং আত্মাকে ও তাঁর পরাক্রম
প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য, ৫ যেন তোমাদের বিশ্বাস মানবীয় প্রজ্ঞার উপরে নয়, ঈশ্বরের
পরাক্রমের উপরেই নির্ভর করে।

৬ আমরা সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে প্রজ্ঞার কথা বলছি বটে, তবু সেই প্রজ্ঞা এই যুগের নয়, এই যুগের
শাসনকর্তাদেরও নয়: এরা তো নস্যাৎ হয়ে পড়ছে। ৭ কিন্তু আমরা এমন ঐশ্বরিক ও রহস্যময়
প্রজ্ঞারই কথা বলছি যা গুপ্ত ছিল, যা ঈশ্বর আমাদের গৌরবের জন্য অনাদিকাল থেকেই নিরূপণ
করেছিলেন। ৮ এ যুগের শাসনকর্তাদের মধ্যে কেউই তার কথা জানত না, কেননা যদি জানত, তবে
গৌরবের প্রভুকে ক্রুশে দিত না। ৯ কিন্তু যেমন লেখা আছে, *কোন চোখ যা যা দেখেনি, কোন কান*
যা যা শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে যা যা কখনও প্রবেশ করেনি, যারা তাঁকে ভালবাসে, ঈশ্বর
তাদেরই জন্য এসব কিছু প্রস্তুত করেছেন। ১০ আমাদের কাছে কিন্তু ঈশ্বর আত্মা দ্বারাই সেই সবকিছু
প্রকাশ করেছেন, কারণ আত্মা সবই তলিয়ে দেখেন, ঈশ্বরের গভীর সমস্ত বিষয়ও তলিয়ে দেখেন।
১১ বস্তুত, মানুষের অন্তরে যে মানবাত্মা বিদ্যমান, সেই মানবাত্মা ছাড়া কেইবা মানুষের অন্তরের কথা
জানে? তেমনি ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া কেউই ঈশ্বরের অন্তরের কথা জানে না। ১২ আর আমরা তো
এজগতের আত্মা পাইনি, ঈশ্বরের আপন আত্মাকেই পেয়েছি, ঈশ্বর অনুগ্রহ করে আমাদের যা যা
দান করেছেন, তা যেন জানতে পারি। ১৩ এই সকল বিষয়ে আমরা তো মানবীয় প্রজ্ঞার শেখানো
ভাষায় নয়, আত্মার শেখানো ভাষাতেই কথা বলি: আত্মিক বিষয়ের জন্য আত্মিক ভাষাই ব্যবহার

করি। [১৪] অপরদিকে প্রাকৃতিক মানুষ ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি সাদরে গ্রহণ করে নেয় না, সেই
সব তার কাছে মূর্খতা; সেই সব সে বুঝতে অক্ষম, যেহেতু তা আত্মিক ভাবেই বিচার্য। [১৫] কিন্তু
আত্মিক মানুষ সেই সমস্ত বিষয়ের বিচার-বিবেচনা করতে সক্ষম, আর সে অন্য কারও বিচারাধীন
নয়। [১৬] *কেননা কেইবা প্রভুর মন জেনেছে যেন তাঁকে নির্দেশ দিতে পারে?* কিন্তু আমরাই তারা,
খ্রীষ্টের মন যাদের আছে!
৩ ভাই, আমি সেসময় তোমাদের কাছে আত্মিক মানুষদের কাছে যেন কথা বলতে পারিনি, মাংসময়
মানুষদের কাছে যেন, খ্রীষ্টে এখনও শিশুদেরই কাছে যেন কথা বলেছি। [২] আমি তোমাদের দুধ
খাইয়েছি, শক্ত খাবার দিইনি, কারণ সেসময়ে তেমন শক্তি তোমাদের তখনও হয়নি। এমনকি,
এখনও তোমাদের শক্তি হয়নি, [৩] কারণ এখনও তোমরা মাংসাধীন হয়ে আছ। যতদিন তোমাদের
মধ্যে ঈর্ষা ও বিবাদ দেখা দেয়, ততদিন তোমরা কি মাংসাধীন নও? তোমরা কি সাধারণ মানুষের
মত ব্যবহার করছ না? [৪] আসলে, যখন তোমাদের একজন বলে, আমি পলের, আর একজন, আমি
আপল্লোসের, তখন তোমরা কি সাধারণ মানুষমাত্র নও?

প্রচারকদের কর্তব্য

[৫] আচ্ছা, আপল্লোসই বা কী? পলও বা কী? তারা তো সেই সেবাকর্মী মাত্র, যাদের দ্বারা তোমরা
বিশ্বাসী হয়েছ; আর এক একজন ততটুকু করল, এক একজনকে প্রভু যতটুকু করতে দিয়েছেন। [৬]
আমি পুঁতে দিলাম, আপল্লোস জল দিলেন, কিন্তু ঈশ্বরই বৃদ্ধি ঘটালেন। [৭] সুতরাং যে পোঁতে সে
কিছু নয়, যে জল দেয় সেও কিছু নয়, যিনি বৃদ্ধি ঘটান, কেবল সেই ঈশ্বরই সব। [৮] যে পোঁতে ও যে
জল দেয়, তারা দু'জনে সমান, এবং এক একজন তার নিজের পরিশ্রমের যোগ্য মজুরি পাবে, [৯]
যেহেতু আমরা ঈশ্বরের কাজে সহকর্মী: তোমরা ঈশ্বরেরই খেত, ঈশ্বরেরই গাঁথনি।

[১০] ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ আমাকে দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে আমি অভিজ্ঞ স্থপতির মত ভিত্তি
স্থাপন করেছি, আর অন্য কেউ সেটার উপরে গাঁথছে; তবু তারা প্রত্যেকে সতর্ক থাকুক, সেটার
উপর তারা কেমন গাঁথছে; [১১] কারণ যা ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য ভিত্তি কেউ স্থাপন
করতে পারে না—তিনি যীশুখ্রীষ্ট। [১২] আর এই ভিত্তির উপরে নানা লোক যদি সোনা, রুপো,
মণিমুক্তা, কাঠ, ঘাস, খড় দিয়ে গাঁথে, তবে এক একজনের কাজ স্পষ্ট প্রকাশ পাবে; [১৩] সেই
দিনটিই তা ব্যক্ত করবে, যে দিনটি আগুনে প্রকাশিত হবে, আর তখন সেই আগুন যাচাই করবে
প্রত্যেকের কাজের গুণাগুণ: [১৪] যে যা গেঁথেছে, তার সেই কাজ যদি টিকে থাকে, সে মজুরি পাবে;
[১৫] কিন্তু যার কাজ পুড়ে যায়, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বটে, তবু নিজে পরিত্রাণ পাবে; তথাপি এমনভাবে
পরিত্রাণ পাবে, কেমন যেন আগুনের মধ্য থেকে।

[১৬] তোমরা কি একথা জান না যে, তোমরা স্বয়ং ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের
অন্তরে নিবাসী হয়ে আছেন? [১৭] কেউ যদি ঈশ্বরের সেই মন্দির ধ্বংস করে, তাহলে ঈশ্বর তাকে
ধ্বংস করবেন; কারণ পবিত্রই ঈশ্বরের মন্দির—আর তোমরাই তো সেই মন্দির!

[১৮] কেউ যেন নিজেকে না ভোলায়। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজেকে এই যুগের আদর্শে
প্রজ্ঞাবান বলে মনে করে, সে প্রজ্ঞাবান হবার জন্য মূর্খ হোক; [১৯] কারণ এই জগতের যে প্রজ্ঞা, তা
ঈশ্বরের কাছে মূর্খতা; কেননা লেখা আছে, *তিনি প্রজ্ঞাবানদের তাদের নিজেদের কুটিলতার ফাঁদে*

ধরে ফেলেন। ২০ আরও, *প্রভু তো জানেন, প্রজ্ঞাবানদের ধ্যানধারণা অসার।* ২১ তাই কেউ যেন
নিজের গর্ব মানুষেই না রাখে, কারণ সবই তোমাদের: ২২ পল হোক, আপল্লোস বা কেফাস হোক,
জগৎ বা জীবন বা মৃত্যু হোক, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ যাই কিছু হোক—সবই তোমাদের; ২৩ তোমরা
কিন্তু খ্রীষ্টেরই, ও খ্রীষ্ট ঈশ্বরেরই!

৪ লোকে আমাদের যেন খ্রীষ্টের সেবক ও ঈশ্বরের রহস্যগুলির গৃহাধ্যক্ষ বলে মনে করে। ২ এখন,
গৃহাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। ৩ কিন্তু আমি
যে তোমাদের দ্বারা বা মানবীয় কোন বিচারসভা দ্বারা বিচারিত হই, তা আমার কাছে অতি সামান্য
ব্যাপার; এমনকি আমি নিজেও নিজের বিচার করি না; ৪ আমার বিবেক আমাকে ভর্ৎসনা করছে
না, একথা সত্য; কিন্তু এতে যে আমি নির্দোষ বলে প্রতিপন্ন হয়ে দাঁড়াই, তা নয়: প্রভুই আমার
বিচারকর্তা। ৫ তাই নির্দিষ্ট সময়ের আগে তোমরা কোন-কিছু বিচার করো না, যতদিন না প্রভু
আসেন। তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন সবকিছুই আলোতে উদ্ঘাটিত করবেন ও হৃদয়ের যত অভিপ্রায় ব্যক্ত
করবেন। আর তখনই প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজ নিজ প্রশংসা পাবে।

৬ ভাইয়েরা, এই সমস্ত কিছু আমি তোমাদের খাতিরেই আমার নিজের ও আপল্লোসের উদাহরণ
দিয়ে বর্ণনা করেছি, যেন আমাদের দু'জনের দৃষ্টান্ত থেকে তোমরা এই শিক্ষা পেতে পার যে, যা
লেখা আছে, তার বাইরে যেতে নেই, এবং তোমরা প্রত্যেকে যেন একজনের বিপক্ষে অপরজনের
পক্ষ হয়ে গর্বে স্ফীত না হও। ৭ কারণ কে তোমাকে এত অসাধারণ মানুষ করেছে? আর তোমার
এমন কীবা আছে, যা পাওনি? আর যখন পেয়েছ, তখন কেন এমন দম্ভ কর ঠিক যেন তা পাওনি?
৮ তোমরা, বুঝি, এর মধ্যে পরিতৃপ্ত, এর মধ্যে ধনী হয়েছ! আমাদের সহযোগিতা ছাড়া রাজাই হয়ে
গেছ! আহা, তোমরা যদি সত্যিই রাজা হতে! তবে তোমাদের সঙ্গে আমরাও রাজা হতাম। ৯
আসলে আমি মনে করি, প্রেরিতদূত যে আমরা, ঈশ্বর আমাদের মৃত্যুদণ্ডিত লোকদের মত সবার
শেষে দাঁড় করিয়েছেন: হ্যাঁ, আমরা জগতের ও স্বর্গদূতদের ও মানুষদের সামনে দর্শনীয় একটা
দৃশ্যের মত হয়ে উঠেছি। ১০ এই যে আমরা, খ্রীষ্টের জন্য মূর্খ, কিন্তু তোমরা খ্রীষ্টে বুদ্ধিমান; আমরা
দুর্বল, তোমরা বলবান; তোমরা সম্মানের পাত্র, আমরা অসম্মানের বস্তু। ১১ এই ক্ষণ পর্যন্ত আমরা
ক্ষুধার্ত, পিপাসিত, বস্ত্রহীন হয়ে কষ্টে ভুগছি, আমাদের আঘাত করা হচ্ছে, যাযাবরের মত এদিক
ওদিক ঘুরতে হচ্ছে, ১২ নিজ হাতে কাজ করে পরিশ্রম করছি; অপমান পেয়ে আশীর্বাদ করছি,
নির্যাতিত হয়ে সহ্য করছি, ১৩ অভদ্র কথার বিপক্ষে শালীনতা দেখাচ্ছি: আমরা যেন জগতের
আবর্জনা, বিশ্বের জঞ্জালই হয়ে রয়েছি—আজও পর্যন্ত!

পলের চিন্তা

১৪ তোমাদের লজ্জা দেবার জন্য নয়, আমার প্রিয় সন্তান বলে তোমাদের চেতনা দেবার জন্যই
আমি এই সমস্ত কিছু লিখছি। ১৫ কেননা যদিও খ্রীষ্টে তোমাদের দশ হাজার অবধায়ক থাকে, তবু
পিতা অনেক নয়, কারণ আমিই সুসমাচার দ্বারা খ্রীষ্টে তোমাদের জন্ম দিয়েছি। ১৬ সুতরাং
তোমাদের অনুনয় করি, তোমরা আমার অনুকারী হও! ১৭ এজন্যই আমি তিমথিকে তোমাদের কাছে
পাঠিয়েছি: তিনি প্রভুতে আমার প্রিয় ও বিশ্বস্ত সন্তান; তিনি তোমাদের কাছে সেই সমস্ত পথ স্মরণ
করিয়ে দেবেন যা আমি খ্রীষ্টে তোমাদের শিখিয়েছিলাম ও সর্বত্রই প্রতিটি মণ্ডলীতে শিখিয়ে থাকি।

[১৮] আমি তোমাদের কাছে আর আসব না, তা ভেবে তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ দম্ভ করতে শুরু
করেছে। [১৯] কিন্তু, প্রভু ইচ্ছা করলে, আমি বেশি দেরি না করে তোমাদের কাছে আসব; তখন যারা
দম্ভ করছে, তাদের কথা নয়, তাদের আসল পরাক্রম বুঝে নেব। [২০] কেননা ঈশ্বরের রাজ্য কথার
ব্যাপার নয়, পরাক্রমেরই ব্যাপার। [২১] তোমরা কী চাও? বেত হাতে নিয়ে, না ভালবাসা ও
কোমলতা নিয়ে তোমাদের কাছে আসব?

যৌন অনাচার

৫ আসলে চারদিকে শোনা যাচ্ছে, তোমাদের মধ্যে নাকি যৌন অনাচার দেখা দিয়েছে, আর সেই
অনাচার এমন, যা বিজাতীয়দের মধ্যেও দেখা যায় না; এমনকি তোমাদের একজন নিজের
সৎমায়ের সঙ্গে ঘর করছে। [২] আর তোমরা দম্ভই করছ! বরং দুঃখ কর না কেন, যেন যে লোক
এমন কাজ করেছে, তাকে তোমাদের মধ্য থেকে বের করে দেওয়া হয়? [৩] সশরীরে অনুপস্থিত
হলেও আত্মায় উপস্থিত হয়ে আমি, যে লোকটা তেমন কাজ করেছে, উপস্থিত হয়েই যেন তার
বিচার করেছি: [৪] আমাদের প্রভু যীশুর নামে তোমরা ও আমার আত্মা সমবেত হলে, আমাদের প্রভু
যীশুর পরাক্রম দ্বারা [৫] তেমন লোকটাকে তার দেহের বিনাশের উদ্দেশ্যে শয়তানের হাতে তুলে
দিতে হবে, যেন প্রভু যীশুর দিনে তার আত্মা পরিত্রাণ পেতে পারে।
[৬] তোমাদের আত্মগর্ব আদৌ ভাল না। তোমরা কি একথা জান না যে, অল্প খামির সমস্ত ময়দার
পিণ্ড গাঁজিয়ে তোলে? [৭] তোমরা পুরনো খামিরটা ফেলে দাও, যেন এক নতুন ময়দার পিণ্ড হতে
পার, যেহেতু তোমরা খামিরবিহীন। কেননা আমাদের পাস্কা সেই খ্রীষ্ট বলীকৃত হয়েছেন। [৮] সুতরাং
এসো, পুরনো খামির নিয়ে নয়, দুষ্টতা ও অধর্মের খামির নিয়ে নয়, বরং আন্তরিকতা ও সত্যের
সেই খামিরবিহীন রুটি নিয়েই আমরা এই উৎসব উদ্‌যাপন করি।
[৯] আগের পত্রে আমি তোমাদের লিখেছিলাম, যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা
করতে নেই; [১০] এজগতের তেমন দুশ্চরিত্র লোকদের কথা, বা লোভী, প্রবঞ্চক ও পৌত্তলিক
লোকদের কথা বলতে অভিপ্রেত ছিলাম না, তাহলে তোমাদের তো এই জগতের বাইরে চলে যেতে
হত। [১১] আমি আসলে লিখেছিলাম: ভাই নামে অভিহিত যে কেউ যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র, কিংবা
লোভী, পৌত্তলিক, পরনিন্দুক, মদ্যপায়ী বা প্রবঞ্চক, তারই সঙ্গে মেলামেশা করতে নেই; তেমন
মানুষেরই সঙ্গে ভোজসভায় বসতে নেই। [১২] বস্তুত বাইরের লোকদের বিচারে আমার দায়িত্ব কি?
ভিতরের যারা, তাদের বিচার করার দায়িত্ব তোমাদের তো আছেই, নয় কি? [১৩] বাইরের লোকদের
বিচার ঈশ্বরই করবেন। *তোমরা নিজেদের মধ্য থেকে সেই দুর্জনকে বের করে দাও।*

বিধর্মীদের আদালতে খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা

৬ তোমাদের মধ্যে কি কারও সাহস আছে যে, আর একজনের বিরুদ্ধে কোন কথা থাকলে তার
বিচার পবিত্রজনদের কাছে না নিয়ে গিয়ে বিধর্মীদেরই কাছে নিয়ে যায়? [২] নাকি তোমরা একথা
জান না যে, পবিত্রজনেরাই জগতের বিচার করবে? আর জগতের বিচার যখন তোমাদের দ্বারা হয়,
তখন অতি সামান্য ব্যাপারের বিচার করবার যোগ্যতা কি তোমাদের নেই? [৩] তোমরা কি একথা
জান না যে, আমরা স্বর্গদূতদের বিচার করব? তবে বলা বাহুল্য, এই পার্থিব জীবনের ব্যাপারেও
আমাদের যোগ্যতা আছে। [৪] সুতরাং, তোমাদের বিচার যখন পার্থিব ব্যাপার-সংক্রান্ত, তখন মণ্ডলীর

চোখে যাদের কোন অধিকার নেই, তাদেরই কি বিচারাসনে বসাতে যাও? [৫] তোমাদের লজ্জার জন্যই আমি এই কথা বলছি! এ কেমন? তোমাদের মধ্যে কি প্রজ্ঞাবান এমন একজনও নেই যে ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ হলে তার নিষ্পত্তি করে দিতে পারে? [৬] অথচ ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে মামলা চালায়, তা আবার অবিশ্বাসীদেরই আদালতে! [৭] এমনকি, নিজেদের মধ্যে মামলা চালানোটাও তোমাদের পক্ষে পরাজয়! এর চেয়ে বরং অন্যায়টা সহ্য কর না কেন? এর চেয়ে বরং ক্ষতিগ্রস্ত হতে দাও না কেন? [৮] অথচ তোমরাই অন্যায় করছ, তোমরাই ক্ষতি করছ—আর তা নিজ ভাইদের প্রতিই করছ। [৯] নাকি তোমরা একথা জান না যে, দুর্জনেরা ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না? নিজেদের ভুলিয়ো না: যারা যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র, পৌত্তলিক, ব্যভিচারী, [১০] সব প্রকার সমকামী, চোর, কৃপণ, মদ্যপায়ী, পরনিন্দুক, প্রবঞ্চক, তারা কেউই ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না। [১১] আর তোমরা কেউ কেউ তেমন লোক ছিলে; কিন্তু প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় তোমরা ধৌত হয়েছ, পবিত্রিত হয়েছ, তোমাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

'আমার পক্ষে সবই বিধেয়!'

[১২] 'আমার পক্ষে সবই বিধেয়!' তা হতেও পারে, কিন্তু সবই যে মঙ্গলজনক, তা নয়। হ্যাঁ, আমার পক্ষে সবই বিধেয়, কিন্তু আমি কোন কিছুর অধীনে থাকতে সম্মত নই। [১৩] খাদ্য পেটের উদ্দেশ্যে, আবার পেট খাদ্যের উদ্দেশ্যে, কিন্তু ঈশ্বর দুইয়েরই বিলোপ ঘটাবেন। দেহ যৌন অনাচারের উদ্দেশ্যে নয়, কিন্তু প্রভুর উদ্দেশ্যে, এবং প্রভু দেহের উদ্দেশ্যে। [১৪] আর ঈশ্বর প্রভুকে পুনরুত্থিত করেছেন, নিজ পরাক্রম দ্বারা আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন। [১৫] তোমরা কি একথা জান না যে, তোমাদের দেহ খ্রীষ্টের অঙ্গ? তাহলে আমি কি খ্রীষ্টের অঙ্গ নিয়ে গিয়ে তা বেশ্যার অঙ্গ করে তুলব? দূরের কথা! [১৬] নাকি তোমরা জান না যে, বেশ্যার সঙ্গে যে মিলিত হয়, সে তার সঙ্গে একদেহ হয়ে যায়? বাস্তবিকই লেখা আছে: *সেই দু'জন একদেহ হবে।* [১৭] কিন্তু প্রভুর সঙ্গে যে মিলিত হয়, সে প্রভুর সঙ্গে একাত্মা হয়। [১৮] যৌন অনাচার এড়িয়ে চল: মানুষ আর যে কোন পাপ করে না কেন, তা তার দেহের বাইরে ঘটে; কিন্তু যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র যে মানুষ, সে তার নিজের দেহের বিরুদ্ধেই পাপ করে। [১৯] নাকি তোমরা জান না যে, তোমাদের দেহ হল পবিত্র আত্মারই মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে বিদ্যমান ও যাঁকে তোমরা ঈশ্বর থেকেই পেয়েছ? [২০] আর তোমরা নিজেদের নও, মহামূল্য দিয়েই তো তোমাদের কিনে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমাদের দেহে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর!

বিবাহ ও কৌমার্য

৭ আবার তোমরা আমার কাছে যে সমস্ত কথা লিখেছ, সেই প্রসঙ্গে: হ্যাঁ, নারীকে স্পর্শ না করা মানুষের পক্ষে ভাল; [২] কিন্তু যৌন দুর্নীতির আশঙ্কায় প্রত্যেক পুরুষের নিজ নিজ স্ত্রী থাকুক, প্রত্যেক নারীরও নিজ নিজ স্বামী থাকুক। [৩] স্বামী নিজের স্ত্রীর দাবি মেনে নিক; তেমনি স্ত্রীও স্বামীর দাবি মেনে নিক। [৪] স্ত্রীর দেহ স্ত্রীর অধিকারে নয়, তার স্বামীরই; তেমনি স্বামীর দেহ স্বামীর অধিকারে নয়, তার স্ত্রীরই। [৫] তোমরা পারস্পরিক মিলন পরিহার করো না; কেবল প্রার্থনায় সময় দেবার জন্য দু'জনেই একমত হয়ে কিছু কালের মত পৃথক থাকতে পার; পরে আবার মিলিত হও, পাছে শয়তান তোমাদের দুর্বল আত্মসংযমের সুযোগ নিয়ে তোমাদের পরীক্ষার সম্মুখীন করে। [৬] তবু আমি

আজ্ঞা হিসাবে নয়, অনুমতি হিসাবেই একথা বলছি। ৭ আসলে আমার ইচ্ছা এ, আমি যেভাবে আছি, সকলে যেন সেইভাবে থাকে; কিন্তু প্রত্যেকে ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজ নিজ অনুগ্রহদান পেয়েছে, একজন এক প্রকার, অন্যজন অন্য প্রকার।

৮ অবিবাহিত মানুষের ও বিধবার কাছে আমার কথা এ: আমি যেভাবে আছি, তাদের পক্ষে সেইভাবে থাকা ভাল; ৯ কিন্তু তারা যদি নিজেদের সংযত রাখতে না পারে, তাহলে যেন বিবাহ করে; কারণ আগুনে পুড়ে মরার চেয়ে বরং বিবাহ করাই ভাল। ১০ আর যারা বিবাহিত, তাদের কাছে এই আজ্ঞা দিচ্ছি—আমিই যে দিচ্ছি তা নয়, প্রভুই দিচ্ছেন!—স্ত্রী স্বামী থেকে যেন বিচ্ছিন্ন না হয়; ১১ বিচ্ছেদ ঘটলে সে আবার বিবাহ না করেই যেন থাকে, কিংবা স্বামীর সঙ্গে যেন পুনর্মিলিতা হয়; স্বামীও কিন্তু যেন স্ত্রীকে পরিত্যাগ না করে।

১২ অন্য সকলকে আমি বলছি—প্রভু নয়!—যদি কোন ভাইয়ের স্ত্রী থাকে যে বিশ্বাসী নয়, আর সেই নারী তার সঙ্গে ঘর করতে রাজি, তবে সে যেন তাকে পরিত্যাগ না করে। ১৩ তেমনি যে স্ত্রীর স্বামী বিশ্বাসী নয়, আর সেই লোক তার সঙ্গে ঘর করতে রাজি, তবে সে যেন স্বামীকে পরিত্যাগ না করে। ১৪ কারণ অবিশ্বাসী স্বামী সেই স্ত্রীর মধ্য দিয়ে পবিত্রিত হয়ে ওঠে, এবং অবিশ্বাসী স্ত্রী সেই ভাইয়ের মধ্য দিয়ে পবিত্রিতা হয়ে ওঠে; অন্যথা, তোমাদের সন্তানেরা অশুচি হত! কিন্তু তারা আসলে পবিত্র। ১৫ তবু অবিশ্বাসী যদি চলে যেতে চায়, চলে যাক; তেমন অবস্থায় সেই ভাই বা সেই বোন দাসত্বে আর আবদ্ধ নয়: ঈশ্বর শান্তি ভোগ করতেই তোমাদের আহ্বান করেছেন। ১৬ আসলে তুমি, হে স্ত্রী, তুমি কী করে জান যে, তুমি তোমার স্বামীকে ত্রাণ করবে না? কিংবা, হে স্বামী, তুমি কী করে জান যে, তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্রাণ করবে না? ১৭ যাই হোক, প্রভু যাকে যেমন অবস্থায় রেখেছেন, সে সেই অনুসারে চলুক—ঈশ্বর তাকে যেমন আহ্বান করেছেন, সেইমত। আসলে এই নিয়মটা আমি সকল মণ্ডলীতেই স্থির করে থাকি। ১৮ কেউ কি পরিচ্ছেদিত অবস্থায় আহূত হয়েছে? সে তার পরিচ্ছেদনের চিহ্ন মুছে দিতে চেষ্টা না করুক। কেউ কি অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় আহূত হয়েছে? সে পরিচ্ছেদিত না হোক। ১৯ পরিচ্ছেদন কিছু নয়, অপরিচ্ছেদনও কিছু নয়, ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করাই সব! ২০ আহ্বানের সময়ে যে যেমন অবস্থায় ছিল, সে সেই অবস্থায়ই থাকুক। ২১ আহ্বানের সময়ে তুমি কি ক্রীতদাস ছিলে? চিন্তা করো না; কিন্তু যদিও স্বাধীন হতে পার, তবু বরং তোমার দাসত্বকেই সার্থক কর। ২২ কারণ প্রভুতে আহূত যে ক্রীতদাস, সে আসলে প্রভু দ্বারা স্বাধীনকৃত মানুষ; তেমনি আহূত যে স্বাধীন মানুষ, সে খ্রীষ্টের ক্রীতদাস। ২৩ মহামূল্য দিয়েই তোমাদের কেনা হয়েছে, মানুষদের ক্রীতদাস হয়ো না! ২৪ ভাই, প্রত্যেকে যে যে অবস্থায় আহূত হয়েছিল, সে যেন সেই সেই অবস্থায়ই ঈশ্বরের সামনে থাকে।

২৫ কৌমার্য-পালন বিষয়ে আমি প্রভুর কাছ থেকে কোন নির্দেশ পাইনি। তবে প্রভুর কৃপায় বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে আমি আমার নিজের অভিমত জানাচ্ছি। ২৬ তাই আমি মনে করি, বর্তমান পরিস্থিতির জন্য এ ভাল, অর্থাৎ মানুষ যে অবস্থায় আছে, তার পক্ষে সেই অবস্থায় থাকা ভাল। ২৭ তুমি কি কোন স্ত্রীতে আবদ্ধ? নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করো না। তুমি কি কোন স্ত্রী থেকে মুক্ত? স্ত্রী নিতে চেষ্টা করো না। ২৮ তবু বিবাহ করলেও তোমার পাপ হবে না; আর কুমারী যদি বিবাহ করে, তারও পাপ হবে না। তথাপি তেমন বিবাহিত লোকেরা সংসারে যথেষ্ট জ্বালাযন্ত্রণা ভোগ করবে; আর আমি তোমাদের রেহাই দিতে চাচ্ছি!

২৯ ভাই, তোমাদের আমি যা বলতে চাচ্ছি, তা এ: সময় আর বেশি নেই; এখন থেকে, যাদের স্ত্রী
আছে, তারা এমনভাবে চলুক তাদের যেন স্ত্রী নেই; ৩০ এবং যারা শোকার্ত, তারা যেন শোকার্ত নয়;
যারা আনন্দিত, তারা যেন আনন্দিত নয়; যারা কেনে, তারা যেন কিছুর মালিক নয়; ৩১ যারা
এসংসারের কোন কাজে আবদ্ধ, তারা যেন তার সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িত নয়, কেননা এই সংসারের
চেহারা লোপ পেতে চলেছে। ৩২ কিন্তু আমি ইচ্ছা করি, তোমরা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকবে। যে
অবিবাহিত, সে চিন্তা করে প্রভুরই কাজের কথা, কি ক'রে সে প্রভুকে তুষ্ট করতে পারে। ৩৩ কিন্তু
যে বিবাহিত, সে চিন্তা করে এসংসারেরই কাজের কথা, কি ক'রে সে স্ত্রীকে তুষ্ট করতে পারে; ৩৪
এতে সে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তেমনিভাবে অবিবাহিতা নারী কিংবা কুমারীও চিন্তা করে প্রভুর কাজের
কথা, সে যেন দেহে ও আত্মায় নিজেকে পবিত্র রাখতে পারে; কিন্তু বিবাহিতা নারী চিন্তা করে
এসংসারেরই কাজের কথা, কি ক'রে সে স্বামীকে তুষ্ট করতে পারে। ৩৫ তোমাদের ভালোর জন্যই
আমি এই কথা বলছি; গলায় দড়ি দিয়ে তোমাদের বেঁধে রাখবার জন্য নয়, কিন্তু যা সমীচীন,
তোমরা যেন তাই করে একাগ্র মনে প্রভুর প্রতি আকৃষ্ট থাক।

৩৬ কিন্তু অধিক যৌন প্রবণতার কারণে কেউ যদি মনে করে, সে নিজ বাগ্‌দত্তা বধূর কুমারীত্বের
মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে না, সুতরাং যা করার তা করা-ই উচিত, তাহলে সে যা ভাল মনে করে
তা-ই করুক; তার পাপ হবে না—অর্থাৎ তারা বিবাহ করুক। ৩৭ কিন্তু নিজের মনে যে মানুষ
স্থিরসঙ্কল্পবদ্ধ—সে তো কোন দিকে বাধ্যও নয়, তার ইচ্ছাও তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে—সে যদি
নিজের মনে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হয় যে, সে তার নিজের বাগ্‌দত্তা বধূর কুমারীত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবে,
তাহলে সে ভালই করে। ৩৮ এক কথায়, যে নিজের বাগ্‌দত্তা বধূকে বিবাহ করে, সে ভাল করে;
এবং যে তাকে বিবাহ করে না, সে আরও ভাল করে।

৩৯ যতদিন স্বামী জীবিত থাকে, ততদিন স্ত্রী আবদ্ধা থাকে, কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হলে, সে যাকে ইচ্ছা
করে তার সঙ্গে বিবাহ করতে স্বাধীনা: কিন্তু এ যেন প্রভুতেই ঘটে। ৪০ তবু আমার মতে, সে যদি
সেই অবস্থায় থাকে, তবে আরও সুখী হবে। আর আমি মনে করি, আমিও ঈশ্বরের আত্মাকে
পেয়েছি।

প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্যকে প্রসাদ বলে গ্রহণ করা উচিত কিনা

৮ এবার প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্যের বিষয়: আমরা জানি যে, আমাদের সকলের জ্ঞান
আছে। কিন্তু জ্ঞান [গর্বে] স্ফীত করে, অপরদিকে ভালবাসা গেঁথে তোলে। ২ কেউ যদি মনে করে,
সে কিছু জানে, তবে যেভাবে জানা উচিত, সেইভাবে সে এখনও কিছুই জানতে পারেনি। ৩ কিন্তু
কেউ যদি ঈশ্বরকে ভালবাসে, সে তাঁর কাছে পরিচিত। ৪ প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্য খাওয়া
প্রসঙ্গে আমরা তো জানি: প্রতিমা বলতে জগতে এমন কিছু নেই, এবং এক ঈশ্বর ছাড়া দ্বিতীয়
কোন ঈশ্বর নেই। ৫ কেননা স্বর্গে বা পৃথিবীতে যাদের দেবতা বলা হয়, এমন কতগুলি যদিও
থাকে—আর আসলে বহু দেবতা ও বহু প্রভু আছে!—৬ তবু আমাদের জন্য মাত্র এক ঈশ্বর
আছেন, তিনি সেই পিতা, যাঁর কাছ থেকে সমস্ত কিছুই আগত, ও আমরা যাঁরই জন্য; এবং মাত্র
এক প্রভু আছেন, তিনি সেই যীশুখ্রীষ্ট, যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট, এবং যাঁরই দ্বারা আমরাও
জীবিত।

৭ তবু তেমন জ্ঞান সকলের নেই; কিন্তু অনেক লোক আছে, যারা কিছু দিন আগে পর্যন্ত
প্রতিমা-পূজা করতে অভ্যস্ত ছিল বিধায় প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্যকে প্রসাদ বলে গ্রহণ
করে; এবং তাদের বিবেক দুর্বল হওয়ায় কলুষিত হয়। ৮ কিন্তু কোন খাদ্য আমাদের জন্য ঈশ্বরের
সান্নিধ্য জয় করতে পারে না; তা না খেলেও আমাদের কোন ক্ষতি হয় না, আবার খেলেও আমাদের
কোন লাভ হয় না। ৯ কিন্তু সাবধান থাক, তোমাদের এই যোগ্যতা যেন দুর্বলদের স্খলনের কারণ না
হয়ে ওঠে। ১০ কারণ, কেউ যদি তোমার মত জ্ঞানী মানুষকে দেবমন্দিরে কিছু খেতে দেখে, তবে
দুর্বল মানুষ হওয়ায় তার বিবেক কি প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্য খেতে আকর্ষিত হবে না? ১১
বস্তুত তোমার জ্ঞানের কারণে সেই দুর্বল মানুষ, তোমার সেই ভাই যার জন্য খ্রীষ্ট মরেছেন, তার
বিনাশ ঘটে। ১২ ভাইদের বিরুদ্ধে তেমন পাপ করলে, ও তাদের দুর্বল বিবেকে তেমন আঘাত
করলে তোমরা খ্রীষ্টেরই বিরুদ্ধে পাপ কর। ১৩ সুতরাং কোন খাদ্য যদি আমার ভাইয়ের স্খলন
ঘটায়, তাহলে আমি আর কখনও মাংস খাব না, পাছে আমার ভাইয়ের স্খলন ঘটাই।

এক্ষেত্রে পলের নিজের দৃষ্টান্ত

৯ আমি কি স্বাধীন নই? আমি কি প্রেরিতদূত নই? আমাদের প্রভু যীশুকে আমি কি দেখিনি?
তোমরা কি প্রভুতে আমার কাজের ফল নও? ২ যদিও অন্যান্যদের কাছে আমি প্রেরিতদূত নই, তবু
তোমাদের কাছে আমি তাই বটে, কারণ প্রভুতে তোমরাই প্রেরিতদূত এই আমারই কাজের
সীলমোহর। ৩ যারা আমার বিরুদ্ধে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করে, তাদের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনে এ-ই
আমার উত্তর। ৪ খোরাক পাবার অধিকার কি আমাদের নেই? ৫ জায়গায় জায়গায় একজন
ধর্মবোনকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অধিকার কি আমাদের নেই? অন্যান্য প্রেরিতদূত ও প্রভুর ভাইয়েরা
ও কেফাসও কি তাই করেন না? ৬ কিংবা কাজ না করার অধিকার কি শুধু আমার ও বার্নাবাসের
নেই? ৭ কোন্ সৈন্য নিজের খরচে সৈনিকের কাজ করে? আর কেইবা আঙুরখেত চাষ করে কিন্তু
তার ফল খায় না? আবার, কে পাল চরায়, কিন্তু পালের দুধ খায় না? ৮ একথা কি মানবীয়
দৃষ্টিকোণ থেকে আমার নিজেরই কথা, না বিধানেরও নিজেরই কথা? ৯ কেননা মোশীর বিধানে
লেখা আছে, *যে বলদ শস্য মাড়াই করছে, তার মুখে জালতি বাঁধবে না।* বলদকে নিয়েই কি
ঈশ্বরের চিন্তা? ১০ নাকি তিনি ঠিক আমাদেরই লক্ষ্য করে কথাটা বললেন? বস্তুত আমাদেরই
খাতিরে কথাটা লেখা হয়েছে, কারণ যে চাষ করে, তার উচিত, প্রত্যাশাতেই চাষ করা, যেভাবে যে
শস্য মাড়াই করে, তার উচিত, নিজের অংশ পাবার প্রত্যাশাতেই শস্য মাড়াই করা। ১১ আমরা যখন
তোমাদের মধ্যে আত্মিক বীজ বুনেছি, তখন যদি তোমাদের কাছ থেকে পার্থিব ফসল সংগ্রহ করি,
তবে তা কি তত বিরাট দাবি? ১২ যখন তোমাদের উপরে তেমন অধিকার অন্যান্যদেরই আছে,
তখন কি আমাদের বেশি অধিকার নেই? অথচ আমরা এই অধিকার অনুশীলন করি না, সমস্ত
কিছুই বরং সহ্য করি, যেন খ্রীষ্টের সুসমাচারের কোন বাধা সৃষ্টি না করি। ১৩ তোমরা কি জান না
যে, যারা মন্দিরে কাজ করে, তারা মন্দির থেকেই খাবার পায়, আর যারা যজ্ঞবেদিতে যজনকর্ম
করে, তারা যজ্ঞবেদিতে উৎসর্গ-করা বলির অংশ পায়? ১৪ তেমনি প্রভু সুসমাচার-প্রচারকদের জন্য
এই নিয়ম দিয়েছিলেন যে, সুসমাচার-প্রচারই হবে তাদের জীবিকা। ১৫ আমি কিন্তু এই সমস্ত
অধিকারের একটাও অনুশীলন করিনি; আর যেন আমার সম্বন্ধে সেইমত ব্যবহার করা হয়, এজন্যই

যে এই সমস্ত কথা লিখছি, তা নয়; এর চেয়ে আমি বরং মরতাম। কিন্তু কেউই আমার এই গর্ব
নস্যাৎ করতে পারবে না! ১৬ কেননা আমি যদিও সুসমাচার প্রচার করি, তবু আমার পক্ষে তাতে গর্ব
করার কিছু নেই, কারণ তা করতে আমি নিজেকে বাধ্যই মনে করি; ধিক্ আমাকে, যদি সুসমাচার
প্রচার না করতাম! ১৭ বস্তুত আমি যদি নিজে থেকেই তা করতাম, তবে আমার মজুরি পাবার
অধিকার থাকত; কিন্তু যদি নিজে থেকেই না করি, তবে তা এমন কর্তব্য যা আমার উপর ন্যস্ত করা
হয়েছে। ১৮ তাহলে আমার মজুরি কী? মজুরি এই যে, সুসমাচার প্রচার কাজে আমার যা পাবার
অধিকার আছে, তা অনুশীলন না করে আমি কোন মজুরিই প্রত্যাশা না রেখে সুসমাচার প্রচার করে
চলি। ১৯ কারণ কারও অধীন না হয়েও আমি সকলের কাছে দাসত্ব স্বীকার করেছি, যেন বহু
মানুষকে জয় করতে পারি। ২০ ইহুদীদের কাছে আমি একজন ইহুদীর মত হয়েছি; যেন ইহুদীদের
জয় করতে পারি; নিজে [ঈশ্বরের] বিধান-অধীন না হয়েও আমি বিধান-অধীনদের কাছে
বিধান-অধীন একজনের মত হয়েছি, যেন বিধান-অধীনদের জয় করতে পারি। ২১ [ঈশ্বরের]
বিধান-বিহীন না হয়েও, বরং খ্রীষ্টের বিধান-বাসী হয়েও আমি বিধান-বিহীন একজনের মত
হয়েছি, যেন বিধান-বিহীনদের জয় করতে পারি। ২২ দুর্বলদের কাছে হয়েছি দুর্বল, যেন দুর্বলদের
জয় করতে পারি; সকলের কাছে সবকিছু হয়েছি, যেন যে কোন উপায়ে কয়েকজনকে পরিত্রাণ
করতে পারি। ২৩ সুসমাচারের জন্য আমি সবই করি, যেন তাদের সঙ্গে তার সহভাগী হতে পারি। ২৪
তোমরা কি এই কথা জান না যে, ক্রীড়াঙ্গনে যারা দৌড়োয়, তারা সকলেই দৌড়োয় বটে, কিন্তু মাত্র
একজন পুরস্কার পায়? তোমরা এমনভাবেই দৌড়োও যেন সেই পুরস্কার পাও। ২৫ প্রত্যেক
প্রতিযোগী সবরকম আত্মসংযম অভ্যাস করে থাকে; তারা তা করে একটা ক্ষয়শীল মুকুট পাবার
জন্য, আমরা কিন্তু অক্ষয়শীল একটা মুকুট পাবার জন্য। ২৬ আমি তো দৌড়োই বটে, কিন্তু লক্ষ্যহীন
ভাবে নয়! মুষ্টিযুদ্ধ করি, কিন্তু শূন্যে আঘাত ক'রে নয়! ২৭ আমি বরং আমার দেহ কঠোরভাবে
শাসন ক'রে নিয়ন্ত্রণেই রাখি, পাছে অন্যের কাছে প্রচার করার পর নিজেই বাদ হয়ে পড়ি।

ইস্রায়েলের ইতিহাস থেকে আগত শিক্ষা

১০ কারণ, ভাই, আমি চাই না, একথা তোমাদের অজানা থাকবে যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা
সকলে সেই মেঘের নিচে ছিলেন, সকলে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, ২ সকলে মোশীর উদ্দেশে
মেঘে ও সমুদ্রে দীক্ষাস্নাত হয়েছিলেন, ৩ সকলে একই আত্মিক খাদ্য খেয়েছিলেন, ৪ সকলে একই
আত্মিক পানীয় পান করেছিলেন; বাস্তবিকই তাঁরা এমন এক আত্মিক শৈল থেকে পান করছিলেন,
যা তাঁদের পিছু পিছু চলছিল—আর শৈলটা সেই খ্রীষ্ট! ৫ কিন্তু তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের
প্রতি প্রভু প্রসন্ন হননি, ফলে তাঁদের মৃতদেহ প্রান্তরে এদিক ওদিক ছড়িয়ে দেওয়া হল।

৬ এই সমস্ত কিছু আমাদের খাতিরেই দৃষ্টান্ত হিসাবে ঘটেছিল, আমরা যেন মন্দ কিছু বাসনা না
করি, তাঁরাই যেভাবে করেছিলেন। ৭ তেমনি তোমরা যেন কোন দেবমূর্তি পূজা না কর, তাঁদের কেউ
কেউ যেভাবে করেছিলেন; এবিষয়ে লেখা আছে: *লোকেরা পান-ভোজন করতে বসল, তারপর উঠে
আমোদ করতে লাগল।* ৮ আবার, আমরা যেন যৌন অনাচারে লিপ্ত না থাকি, তাঁদের কেউ কেউ
যেভাবে হয়েছিলেন, যার ফলে তেইশ হাজার লোক এক দিনেই প্রাণ হারিয়েছিল। ৯ আরও, আমরা
যেন প্রভুকে যাচাই না করি, তাঁদের কেউ কেউ যেভাবে করেছিলেন, যার ফলে সাপের কামড়ে

তাঁদের বিনাশ হয়েছিল। [১০] অবশেষে তোমরা যেন গজগজ না কর, তাঁদের কেউ কেউ যেভাবে
করেছিলেন, যার ফলে সংহারক দূতের হাতে তাঁদের বিনাশ হয়েছিল। [১১] এই সমস্ত কিছু তাঁদের
প্রতি ঘটেছিল দৃষ্টান্ত হিসাবেই, এবং আমাদেরই চেতনার জন্য তা লিখে রাখা হল—এই আমাদের,
যাদের পক্ষে যুগের সমাপ্তি লগ্ন কাছে এসে পড়েছে। [১২] সুতরাং, যে মনে করে, সে সোজা দাঁড়িয়ে
আছে, সে সাবধান থাকুক, পাছে তার পতন হয়। [১৩] এতক্ষণে তোমাদের প্রতি এমন পরীক্ষা ঘটেনি,
যা জয় করা মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে। এবং ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত; তিনি তোমাদের শক্তির ঊর্ধ্বে
তোমাদের পরীক্ষিত হতে দেবেন না, বরং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা সহ্য করার শক্তি দেওয়ায়
রেহাই পাবার উপায়ও দেবেন।

অপদূতদের সঙ্গে সহভাগিতা বর্জন

[১৪] এজন্য, হে আমার প্রিয়জনেরা, প্রতিমা-পূজা এড়িয়ে চল। [১৫] আমি তোমাদের বুদ্ধিমান জেনেই
বলছি; আমি যা বলছি, তোমরাই তা বিচার কর। [১৬] সেই যে স্তুতিবাদের পানপাত্র, যা নিয়ে আমরা
'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করি, তা কি খ্রীষ্টের রক্তে সহভাগিতা নয়? আর সেই যে রুটি, যা আমরা
ছিঁড়ে টুকরো করি, তা কি খ্রীষ্টের দেহে সহভাগিতা নয়? [১৭] অতএব, যখন একরুটি, তখন অনেকে
হয়েও আমরা একদেহ, কারণ আমরা সকলেই সেই একরুটির অংশভাগী। [১৮] যারা রক্তমাংস
অনুসারে ইস্রায়েলীয়, তাদের লক্ষ কর: যারা বলির মাংস খায়, তারা কি যজ্ঞবেদির সহভাগী নয়?
[১৯] তবে আমি কী বলতে চাই? প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা যে খাদ্য, তা কি বিশেষ কিছু? কিংবা
প্রতিমাটাই বিশেষ কিছু? [২০] মোটেই না, আমি বলছি: বিধর্মীদের যত বলিদান অপদূতদের
উদ্দেশেই বলিদান, ঈশ্বরের উদ্দেশে নয়; আর আমি চাই না, তোমরা অপদূতদের সহভাগী হও। [২১]
প্রভুর পানপাত্র থেকে পান করবে, আবার অপদূতদের পাত্র থেকেও পান করবে, তা হতে পারে না।
প্রভুর ভোজনপাটের অংশভাগী হবে, আবার অপদূতদের ভোজনপাটেরও অংশভাগী হবে, তা হতে
পারে না। [২২] নাকি আমরা প্রভুর উত্তপ্ত প্রেমের আগুন জাগিয়ে তুলতে চাই? আমরা কি তাঁর চেয়ে
বলবান?

সমস্যার সমাধান

[২৩] 'সবই বিধেয়!' তা হতেও পারে, কিন্তু সবই যে মঙ্গলজনক, তা নয়। হ্যাঁ, সবই বিধেয় বটে,
কিন্তু সবই যে মানুষকে গেঁথে তোলে, তা নয়। [২৪] কেউই যেন নিজের নয়, পরেরই মঙ্গলের জন্য
সচেষ্ট থাকে। [২৫] বাজারে যে মাংস বিক্রি হয়, বিবেকের খাতিরে কোন সন্দেহ না রেখেই তা খাও,
[২৬] কারণ *প্রভুরই তো পৃথিবী ও তার যত বস্তু।*

[২৭] অবিশ্বাসীদের মধ্যে কেউ তোমাদের নিমন্ত্রণ করলে, যা কিছু তোমাদের সামনে পরিবেশন করা
হয়, বিবেকের খাতিরে কোন সন্দেহ না রেখেই তা খাও। [২৮] কিন্তু যদি কেউ তোমাদের বলে, এ
বলি-দেওয়া-পশুর মাংস, তবে যে কথা জানাল, তার খাতিরে, এবং বিবেকের খাতিরে তা খেয়ো
না—[২৯] যে বিবেকের কথা আমি বললাম, তা তোমার নয়, কিন্তু সেই অপর একজনের। কারণ
আমার স্বাধীনতা কেন পরের বিবেকের বিচার-বিবেচনার অধীন হবে? [৩০] আমি যদি ধন্যবাদ-স্তুতি
উচ্চারণ করেই ভোজে বসি, তবে যে খাদ্যের জন্য আমি ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করি, তার জন্য
আমি কেন নিন্দার পাত্র হব? [৩১] সুতরাং তোমরা আহার কর, পান কর বা যাই কর, সবই কর

ঈশ্বরের গৌরবের জন্য। ৩২ ইহুদী হোক, গ্রীক হোক, বা ঈশ্বরের মণ্ডলী হোক, তোমরা কারও বিঘ্ন
ঘটিয়ো না, ৩৩ যেমন আমিও সবকিছুতে সকলের প্রীতিকর হতে চেষ্টা করি, ও নিজের নয়,
অনেকেরই মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট থাকি তারা যেন পরিত্রাণ পায়।
১১ তোমরা আমার অনুকারী হও, আমিও যেমন খ্রীষ্টের।

ঈশ্বরের সামনে পুরুষ ও নারী

২ আমি এবিষয়ে তোমাদের প্রশংসা করছি যে, তোমরা সবকিছুতে আমাকে স্মরণ করে থাক, এবং
তোমাদের কাছে যে পরম্পরাগত শিক্ষা যেরূপে সম্প্রদান করেছিলাম, সেইরূপেই তা আঁকড়ে ধরে
থাক। ৩ কিন্তু আমি চাই, তোমরা যেন একথা জান যে, প্রত্যেক পুরুষের মাথা স্বয়ং খ্রীষ্ট, আবার
স্ত্রীর মাথা হল পুরুষ, এবং খ্রীষ্টের মাথা স্বয়ং ঈশ্বর। ৪ যে পুরুষ প্রার্থনাকালে কিংবা নবীয় বাণী
দেওয়ার সময়ে মাথা ঢেকে রাখে না, সে তাঁর সেই মাথার অসম্মান করে না; ৫ কিন্তু যে নারী
প্রার্থনাকালে কিংবা নবীয় বাণী দেওয়ার সময়ে মাথা ঢেকে রাখে না, সে তাঁর সেই মাথার অসম্মান
করে, কারণ সে একপ্রকারে মাথা মোড়ানো অবস্থাতেই রয়েছে। ৬ তবে নারী যদি মাথা ঢেকে
রাখতে না-ই চায়, সে চুলও কেটে ফেলুক! কিন্তু চুল কেটে ফেলা অবস্থায় বা মাথা মোড়ানো
অবস্থায় থাকা যদি নারীর পক্ষে লজ্জার ব্যাপার হয়, তবে সে মাথা ঢেকে রাখুক। ৭ কেননা মাথা
ঢেকে রাখা পুরুষের উচিত নয়, কারণ সে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও তাঁর গৌরব; কিন্তু নারী পুরুষেরই
গৌরব। ৮ কারণ পুরুষ নারী থেকে নয়, নারীই পুরুষ থেকে উদ্গত। ৯ এবং পুরুষ নারীর খাতিরে
সৃষ্ট হয়নি, নারীই পুরুষের খাতিরে সৃষ্ট হয়েছে। ১০ এজন্য, স্বর্গদূতদের কারণেই, নারীর মাথায়
কোন একজনের অধিকারের চিহ্ন রাখা দরকার। ১১ তবু প্রভুতে নারীও পুরুষ ছাড়া নয়, পুরুষও
নারী ছাড়া নয়; ১২ কারণ যেমন পুরুষ থেকেই নারীর উদ্ভব, তেমনি আবার নারীর মধ্য থেকেই
পুরুষের উদ্ভব; আবার, সবই ঈশ্বর থেকেই উদ্গত। ১৩ তোমরা নিজেরাই বিচার কর: মাথা ঢেকে
না রেখে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা কি নারীর পক্ষে শোভা পায়? ১৪ প্রকৃতি নিজেও কি তোমাদের
শেখায় না যে, চুল লম্বা রাখা পুরুষের পক্ষে অসম্মানের বিষয়, ১৫ কিন্তু চুল লম্বা রাখা নারীর
গৌরব? কারণ সেই চুল আবরণ হিসাবেই তাকে দেওয়া হয়েছে। ১৬ আর কেউ যদি মনে করে, সে
তর্ক করতে পছন্দ করে, আচ্ছা, তেমন অভ্যাস আমাদের নেই, ঈশ্বরের মণ্ডলীগুলোরও নেই।

প্রভুর ভোজ

১৭ কিন্তু তবু এই সমস্ত নির্দেশ দিতে দিতে আমি একটা বিষয়ে তোমাদের প্রশংসা করতে পারি
না, কেননা তোমাদের ধর্মীয় সভার ফলে তোমাদের উপকার হয় না, অপকারই হয়। ১৮ প্রথম কথা:
আমি শুনতে পেয়েছি, তোমরা যখন জনসমাবেশে সমবেত হও, তখন তোমাদের মধ্যে নাকি
দলাদলি দেখা দেয়, আর একথা আমি কিছুটা বিশ্বাস করি। ১৯ আর বাস্তবিকই তোমাদের মধ্যে
দলাদলি দেখা দেওয়া আবশ্যক, যেন প্রকাশ পায়, তোমাদের মধ্যে কে কে পরীক্ষাসিদ্ধ মানুষ। ২০
তাই যখন তোমরা সকলে মিলে সমবেত হও, তখন তো প্রভুর ভোজে বসই না; ২১ কারণ ভোজের
সময়ে প্রত্যেকে আগে নিজ নিজ খাবার খেয়ে নেয়, তাতে একজন ক্ষুধিত হয়, আর একজন মাতাল
হয়। ২২ এ কেমন? খাওয়া-দাওয়ার জন্য কি তোমাদের নিজ নিজ বাড়ি নেই? নাকি তোমরা
ঈশ্বরের জনসমাবেশ তুচ্ছ করতে চাও, এবং যাদের কিছু নেই তাদের লজ্জা দিতে চাও? তোমাদের

আমি কী বলব? তোমাদের কি প্রশংসাই করব? না, এই ব্যাপারে প্রশংসা করি না!
২৩ কারণ আমি প্রভুর কাছ থেকে এই শিক্ষা পেয়েছি, এই শিক্ষা তোমাদের কাছে সম্প্রদানও
করেছি যে: যে রাত্রিতে প্রভু যীশুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল, সেই রাত্রিতে তিনি
একখানা রুটি গ্রহণ করে নিলেন; ২৪ এবং ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চাররণ করে তা ছিঁড়ে বললেন: 'এ
আমার দেহ, যা তোমাদেরই জন্য; তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।' ২৫ ভোজনের শেষে
তিনি তেমনটি করেই পানপাত্রটি তাঁদের দিয়ে বললেন: 'এই পানপাত্র আমার রক্তে স্থাপিত
নবসন্ধি। যতবার এই পানপাত্র থেকে পান কর, ততবার তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।'
২৬ কারণ যতবার তোমরা এই রুটি খাও ও এই পানপাত্র থেকে পান কর, ততবার তোমরা তো
প্রভুর মৃত্যু ঘোষণা কর, যতদিন না তিনি আসেন। ২৭ সুতরাং যে কেউ অযোগ্যভাবে প্রভুর রুটি
খায় কিংবা পানপাত্র থেকে পান করে, সে প্রভুর দেহ ও রক্তের দায়ী হবে। ২৮ তাই প্রত্যেকে
নিজেকে পরীক্ষা করুক, তারপরেই সেই রুটি গ্রহণ করুক ও সেই পানপাত্র থেকে পান করুক। ২৯
কেননা তাঁর দেহের কথা বিচার-বিবেচনা না করে যে মানুষ খায় ও পান করে, সে নিজের বিচার
খায়, নিজের বিচার পান করে। ৩০ এজন্যই তোমাদের মধ্যে দুর্বল ও পীড়িত বহু লোক রয়েছে,
এবং বেশ কয়েকজন মৃত্যুনিদ্রায় নিদ্রাগত হয়েছে। ৩১ আমরা যদি নিজেদের নিজেরাই ঠিক মত
বিচার করতাম, তবে বিচারাধীন হতাম না; ৩২ কিন্তু প্রভু যখন আমাদের বিচার করেন, তখন
আমাদের শাসন করেন, যেন আমরা জগতের সঙ্গে বিচারাধীন না হই। ৩৩ সুতরাং, হে আমার
ভাইয়েরা, তোমরা যখন ভোজে অংশ নেবার জন্য সমবেত হও, তখন এক একজন অন্য অন্যের
প্রতীক্ষায় থাক। ৩৪ যদি কারও ক্ষুধা পায়, সে নিজের বাড়িতেই খেতে পারবে, যেন তোমাদের
সমবেত হওয়াটা বিচারের কারণ না হয়। বাকি সকল বিষয়, যখন আমি আসব, তখনই তা ব্যবস্থা
করব।

পবিত্র আত্মার বিবিধ দান

১২ ভাই, আমি চাই না, আত্মার দানগুলির বিষয়ে তোমরা অজ্ঞতায় থাকবে। ২ তোমরা তো জান,
যখন তোমরা বিধর্মী ছিলে, তখন এক একটা ক্ষণের প্রভাবেই বোবা দেবমূর্তির দিকে নিজেদের
আকর্ষিত হতে দিতে। ৩ এজন্য আমি তোমাদের স্পষ্ট বলছি, ঈশ্বরের আত্মার প্রেরণায় কথা বললে
যেমন কেউ বলে না 'যীশু বিনাশ-মানতের বস্তু', তেমনি পবিত্র আত্মার প্রেরণায় ছাড়া কেউ বলতে
পারে না 'যীশু প্রভু।'
৪ বহুবিধ অনুগ্রহদান আছে, আত্মা কিন্তু এক; ৫ বহুবিধ সেবাকর্ম আছে, প্রভু কিন্তু এক; ৬ বহুবিধ
কর্মক্রিয়া আছে, কিন্তু সকলের মধ্যে যিনি সেই সবকিছু সাধন করে থাকেন, সেই ঈশ্বর এক। ৭ কিন্তু
প্রত্যেককে দেওয়া আত্মার সেই বিশেষ অভিব্যক্তি সার্বিক উপকারিতার উদ্দেশ্যেই দেওয়া। ৮ সেই
আত্মা দ্বারা একজনকে দেওয়া হয় প্রজ্ঞার ভাষা, অন্য একজনকে—সেই আত্মা অনুসারে—দেওয়া
হয় জ্ঞানের ভাষা, ৯ অন্য একজনকে সেই আত্মা থেকে দেওয়া হয় বিশ্বাস, অন্য একজনকে—সেই
এক আত্মা থেকে—দেওয়া হয় আরোগ্যদানের ক্ষমতা, ১০ অন্য একজনকে পরাক্রম-কর্ম সাধন
করার ক্ষমতা, অন্য একজনকে নবীর ভাষা, অন্য একজনকে আত্মাগুলোকে নির্ণয় করার ক্ষমতা,
অন্য একজনকে নানা ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা, এবং অন্য একজনকে সেই সব ভাষার অর্থ

বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা। ১১ কিন্তু এই সকল কর্মক্রিয়া সেই একমাত্র ও একই আত্মাই সাধন করেন, আর তিনি ভাগ ভাগ ক'রে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান করেন।

দেহের সঙ্গে তুলনা

১২ কেননা দেহ যেমন এক, অথচ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক এবং দেহের অঙ্গগুলি অনেক হয়েও সব ক'টি মিলে একদেহ হয়, খ্রীষ্টও সেইরূপ। ১৩ প্রকৃতপক্ষে আমরা সকলে এক আত্মায় দীক্ষাস্নাত হয়েছি একদেহ হবার জন্য—তা আমরা ইহুদী বা গ্রীক, ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ যাই হই না কেন; এবং পান করার মত আমাদের সকলকে এক আত্মাকে দেওয়া হয়েছে। ১৪ আর বাস্তবিক দেহ একটা অঙ্গ নয়, অনেক। ১৫ পা যদি বলত, আমি তো হাত নই, তাই দেহের অঙ্গ নই, তবে কি পা দেহের অঙ্গ আর হত না? ১৬ আর কান যদি বলত, আমি তো চোখ নই, তাই দেহের অঙ্গ নই, তবে কি কান দেহের অঙ্গ আর হত না? ১৭ গোটা দেহটা যদি চোখ হত, তবে শ্রবণশক্তি কোথায় থাকত? আবার সমস্তই যদি শ্রবণশক্তি হত, তবে ঘ্রাণশক্তি কোথায় থাকত? ১৮ কিন্তু ঈশ্বর আসলে অঙ্গগুলোকে এক একটা করে যেমন ইচ্ছা করেছেন, সেভাবেই বসিয়েছেন। ১৯ নইলে সমস্তই যদি একটা অঙ্গ হত, তবে দেহ কোথায় থাকত? ২০ কিন্তু অঙ্গ আসলে অনেকগুলো, দেহ কিন্তু এক। ২১ চোখ হাতকে বলতে পারে না, তোমাকে আমার দরকার নেই; আবার মাথাও পা দু'টোকে বলতে পারে না, তোমাদের আমার দরকার নেই; ২২ আরও, দেহের যে সকল অঙ্গকে দেখতে বেশি দুর্বল, সেগুলোই নিতান্ত দরকারী। ২৩ আর আমরা দেহের যে সকল অঙ্গকে কম সম্মানের বলে মনে করি, সেগুলোকেই বিশেষ সম্মান দিয়ে ঘিরে রাখি, এবং আমাদের যে অঙ্গগুলোকে দেখানো শোভা পায় না, সেগুলো বিশেষ যত্ন পেয়ে থাকে; ২৪ কিন্তু যে সকল অঙ্গকে দেখানো শোভা পায়, সেগুলোর তত যত্ন দরকার হয় না। বাস্তবিকই ঈশ্বর নিজেই মানবদেহ সংগঠিত করেছেন; যে অঙ্গের মর্যাদা কম, তিনি সেটাকে বেশি মর্যাদা দিয়েছেন, ২৫ যেন দেহের মধ্যে কোন অনৈক্য না থাকে, বরং সকল অঙ্গ যেন একে অপরের প্রতি সমান যত্নবান হয়। ২৬ তাই একটা অঙ্গ ব্যথা পেলে সকল অঙ্গই তার সঙ্গে ব্যথা পায়, এবং একটা অঙ্গ সমাদর পেলে সকল অঙ্গই তার সঙ্গে আনন্দ করে। ২৭ এখন, তোমরা নিজেরাই খ্রীষ্টের দেহ ও এক একজন নিজ নিজ ভূমিকা অনুসারে তাঁর অঙ্গগুলো। ২৮ এজন্য ঈশ্বর মণ্ডলীতে যাঁদের বিশেষ পদে বসিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমত আছেন প্রেরিতদূতেরা, দ্বিতীয়ত নবীরা, তৃতীয়ত শিক্ষাগুরুরা; তারপরে আসে পরাক্রম-কর্ম, তারপর আরোগ্যদানের অনুগ্রহদান, এবং উপকারিতার, শাসনের, ও নানা ভাষায় কথা বলার অনুগ্রহদান। ২৯ তবে এরা সকলেই কি প্রেরিতদূত? সকলেই কি নবী? সকলেই কি শিক্ষাগুরু? সকলেই কি পরাক্রম-কর্মের সাধক? ৩০ সকলেই কি আরোগ্যদানের অনুগ্রহদান পেয়েছে? সকলেই কি নানা ধরনের ভাষায় কথা বলে? সকলেই কি সেই ভাষাগুলোর অর্থ বুঝিয়ে দেয়? ৩১ তোমরা সবচেয়ে মহত্তর দানগুলির জন্যই আগ্রহী হও! আর আমি তোমাদের এমন পথ দেখাব, যা সবগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

ভ্রাতৃপ্রেম

১৩ আমি মানুষের ও স্বর্গদূতের ভাষায় কথা বলতে পারলেও আমার যদি ভালবাসা না থাকে, তবে আমি ঢংঢঙানো কাঁসর বা ঝনঝনে করতালমাত্র। ২ আমি নবীয় বাণীর অধিকারী হলেও, ও সমস্ত রহস্য ও সমস্ত ধর্মজ্ঞান উপলব্ধি করতে পারলেও, আমার পর্বত সরিয়ে দেবার মত পূর্ণ বিশ্বাস

থাকলেও আমার যদি ভালবাসা না থাকে, তবে আমি কিছুই নই। [৩] আর আমি আমার সমস্ত সম্পদ
ক্ষুধার্তদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেও, এবং নিজের দেহকে পোড়াবার জন্যও নিবেদন করলেও আমার
যদি ভালবাসা না থাকে, তবে তা আমার কোন উপকারে আসে না।

[৪] ভালবাসা সহিষ্ণু, মধুর তো ভালবাসা; ভালবাসা ঈর্ষা করে না, বড়াই করে না, গর্বে স্ফীত হয়
না, [৫] রুক্ষ হয় না, স্বার্থপর নয়, বদমেজাজী নয়, পরের অপকার ধরে না, [৬] অধর্মে আনন্দ পায় না,
বরং সত্যকে নিয়েই তার আনন্দ; [৭] ভালবাসা সবই ক্ষমা করে, সবই বিশ্বাস করে, সবই আশা
করে, সবই ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে। [৮] ভালবাসার কখনও শেষ হবে না। নবীয় বাণীর কথা ধরি, তা
লোপ পাবে; নানা ভাষার কথা ধরি, তা শেষ হয়ে যাবে; জ্ঞানের কথা ধরি, তা লোপ পাবে। [৯]
কারণ আমাদের জানাটা অসম্পূর্ণ, আমাদের নবীয় বাণী দেওয়াটাও অসম্পূর্ণ; [১০] কিন্তু যা পূর্ণ তা
এলে, যা অসম্পূর্ণ তা লোপ পাবে। [১১] আমি যখন শিশু ছিলাম, তখন শিশুর মত কথা বলতাম,
শিশুর মত চিন্তা করতাম, শিশুর মত বিচার করতাম; এখন যে মানুষ হয়েছি, শিশুর সেই সবকিছু
বাদ দিয়েছি। [১২] এখন আমরা কেমন যেন আয়নায়, ঝাপসা ঝাপসাই দেখছি, কিন্তু তখন মুখোমুখি
হয়ে দেখতে পাব। এখন আমার জানাটা অসম্পূর্ণ, কিন্তু তখন সম্পূর্ণ হবে—আমি নিজেও যেভাবে
এখন পরিচিত। [১৩] তবে এখন তিনটে জিনিস থেকে যাচ্ছে—বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা; এগুলির
মধ্যে ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ।

পবিত্র আত্মার দানগুলি সকলের উপকারিতার জন্যই দেওয়া

১৪ তোমরা ভালবাসার পিছু পিছু চল; কিন্তু আত্মিক দানগুলি পাবার জন্যও আগ্রহী হও,
বিশেষভাবে যেন নবীয় বাণী দিতে পার। [২] বস্তুত নানা ভাষায় যে কথা বলে, সে মানুষের কাছে নয়,
ঈশ্বরেরই কাছে কথা বলে, কারণ কেউ তা বোঝে না; সে তা আত্মার আবেশে রহস্যময় কথা বলে।
[৩] কিন্তু নবীয় বাণী যে দেয়, সে মানুষের কাছে এমন কথা বলে, যা তাদের গেঁথে তোলে, ও তাদের
উৎসাহ ও আশ্বাস দেয়। [৪] নানা ভাষায় যে কথা বলে, সে নিজেকেই গেঁথে তোলে, কিন্তু নবীয় বাণী
যে দেয়, সে মণ্ডলীকেই গেঁথে তোলে। [৫] আমি তোমাদের সকলকে নানা ভাষায় কথা বলতে দেখতে
ইচ্ছা করি বটে, কিন্তু তোমাদের সকলকে নবীয় বাণী দিতে দেখতে আরও অধিক ইচ্ছা করি;
কেননা নানা ভাষায় যে কথা বলে, মণ্ডলীকে গেঁথে তোলার জন্য সে যদি কথার অর্থ বুঝিয়ে না
দেয়, তবে যে নবীয় বাণী দেয়, তার চেয়ে এ-ই মহান।

[৬] এখন ধর, ভাই, আমি তোমাদের কাছে এসে নানা ভাষায় কথা বলি; কিন্তু যদি তোমাদের কাছে
ঐশপ্রকাশ বা জ্ঞান বা নবীয় বাণী বা শিক্ষামূলক কথা অনুসারেই কথা না বলি, তবে তাতে
তোমাদের কী উপকার হবে? [৭] বাঁশি হোক, বীণা হোক, বাদ্যযন্ত্রের মত নিষ্প্রাণ যত বস্তুও যদি তাল
না রেখে বাজে, তবে বাঁশিতে বা বীণাতে কী বাজানো হচ্ছে, তা কেমন করে বোঝা যাবে? [৮] আর
তুরিও যদি অস্পষ্ট শব্দ ছাড়ে, তবে কে আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নেবে? [৯] তেমনি তোমরা যদি
জিহ্বা দিয়ে স্পষ্ট শব্দগুলো ফুটিয়ে না তোল, তবে যা বলা হচ্ছে, তা কেমন করে বোঝা যাবে?
তোমাদের সব কথা শূন্যেই বলা হবে! [১০] জগতে যত প্রকার ভাষা রয়েছে, সবগুলো শব্দ ব্যবহার
করে; [১১] কিন্তু আমি যদি শব্দগুলোর বিশেষ অর্থ না জানি, তবে যে কথা বলছে, তার কাছে আমি
ভিনভাষী হব, আর আমার কাছে সেই বক্তা ভিনভাষী। [১২] তেমনি তোমরাও; যেহেতু তোমরা

আত্মিক দানগুলি পাবার জন্য আগ্রহী, সেজন্য সেগুলোতেই ধনবান হতে চেষ্টা কর, যেগুলো
মণ্ডলীকে গেঁথে তোলে। [১৩] এজন্য নানা ভাষায় যে কথা বলে, সে প্রার্থনা করুক, যেন অর্থ বুঝিয়ে
দিতে পারে; [১৪] কারণ যদি আমি নানা ভাষায় প্রার্থনা করি, আমার আত্মা প্রার্থনা করে বটে, কিন্তু
আমার বুদ্ধি ফলহীন হয়ে থেকে যায়। [১৫] তাহলে কী দাঁড়াল? আমি আত্মা দিয়ে প্রার্থনা করব, বুদ্ধি
দিয়েও প্রার্থনা করব; আত্মা দিয়ে সামগান গাইব, বুদ্ধি দিয়েও সামগান গাইব। [১৬] অন্যথা, তুমি
যদি আত্মা দিয়ে 'ধন্য' স্তুতিবাদটি উচ্চারণ কর, তাহলে তোমাদের মধ্যে নানা ভাষার তত জ্ঞান
যার নেই, সে কেমন করে তোমার ধন্যবাদ-স্তুতিতে 'আমেন' বলবে? তুমি যে কি বলছ, তা তো সে
বোঝে না। [১৭] তুমি তো সুন্দরভাবেই ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করছ বটে, কিন্তু সেই লোকটিকে গেঁথে
তোলা হচ্ছে না। [১৮] ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, নানা ভাষায় কথা বলার ক্ষেত্রে তোমাদের সকলের চেয়ে
আমার বেশি অধিকার আছে, [১৯] কিন্তু জনসমাবেশে থাকাকালে নানা ভাষায় দশ হাজার কথার চেয়ে
বরং বোধগম্য পাঁচটি কথা বলতে পছন্দ করি, যেন অন্য সকলকেও উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারি।

[২০] ভাই, বিচারবুদ্ধির দিক দিয়ে তোমরা বালক হয়ো না; শঠতার দিক দিয়ে শিশুরই মত হও,
কিন্তু বিচারবুদ্ধির দিক দিয়ে পরিপক্ক মানুষ হও। [২১] বিধানে লেখা আছে: *ভিনভাষীদের মধ্য দিয়ে*
ও ভিনদেশীদের মুখ দিয়ে আমি এই জনগণের কাছে কথা বলব, কিন্তু তা করলেও তারা আমার
কথায় কান দেবে না—একথা বলছেন প্রভু। [২২] সুতরাং সেই নানা ভাষা বিশ্বাসীদের জন্য নয়,
অবিশ্বাসীদেরই জন্য চিহ্নস্বরূপ; কিন্তু নবীয় বাণী অবিশ্বাসীদের জন্য নয়, বিশ্বাসীদেরই জন্য। [২৩]
তাই, উদাহরণস্বরূপ, গোটা জনসমাবেশ সমবেত হলে সকলে নানা ভাষায় কথা বলছে, এমন
সময়ে দীক্ষাপ্রাপ্ত নয় এমন মানুষ বা অবিশ্বাসীদের কয়েকজন প্রবেশ করছে, আচ্ছা, তারা কি বলবে
না যে, তোমরা প্রলাপ বকছ? [২৪] অপরদিকে সকলে নবীয় বাণী দিচ্ছে, এমন সময়ে অবিশ্বাসী বা
দীক্ষাপ্রাপ্ত নয় এমন একজন প্রবেশ করছে, তবে সে দেখবে যে, সে সকলেরই দ্বারা যাচাইকৃত,
সকলেরই দ্বারা বিচারিত, [২৫] তার হৃদয়ের গোপন ভাবনা প্রকাশ পাবে; এবং এর ফলে সে মাটিতে
লুটিয়ে পড়ে ঈশ্বরের আরাধনা করবে, বলবে: সত্যিই, ঈশ্বর তোমাদের মাঝে উপস্থিত!

জনসভায় শৃঙ্খলা

[২৬] ভাইয়েরা, তবে এব্যাপারে কী করা উচিত? তোমরা যখন এসে সমবেত হও, তখন তোমাদের
প্রত্যেকেরই কিছু থাকে—হোক একটা গান, বা কোন ধর্মশিক্ষা, বা ঐশপ্রকাশ, বা নানা ভাষায়
ভাষণ, বা তার ব্যাখ্যা; সবই কিন্তু যেন মণ্ডলীকে গেঁথে তোলার জন্য হয়। [২৭] কেউ যদি নানা
ভাষায় কথা বলে, তাহলে কেবল দু'জন, বা অতিরিক্ত তিনজন, কথা বলুক, পালাক্রমেই তারা কথা
বলুক, এবং তাদের একজন অর্থ বুঝিয়ে দিক। [২৮] কিন্তু অর্থ বোঝাবার জন্য কেউই না থাকলে তারা
জনসমাবেশে নিশ্চুপ থাকুক, কেবল নিজের কাছে ও ঈশ্বরের কাছে কথা বলুক। [২৯] নবীরা কেবল দু'
তিনজন করে কথা বলুক, অন্যেরা বিচার করুক। [৩০] উপস্থিত কারও কাছে যদি কোন কিছু প্রকাশিত
হয়, যে কথা বলছে, সে তখন নীরব থাকুক; [৩১] কারণ তোমরা সকলে নবীয় বাণী দিতে পার, কিন্তু
পালাক্রমেই, যেন সকলে শিক্ষা ও উৎসাহ পেতে পারে। [৩২] কিন্তু নবীদের আত্মিক প্রেরণা নবীদের
নিয়ন্ত্রণেই থাকবে, [৩৩] কারণ ঈশ্বর বিশৃঙ্খলার নয়, শান্তিরই ঈশ্বর।

পবিত্রজনদের সকল মণ্ডলীর প্রথা অনুযায়ী [৩৪] নারীরা জনসমাবেশে নীরব থাকবে, কারণ কথা
বলার অনুমতি তাদের নেই, কিন্তু বিধানেরও কথা অনুসারে তারা অনুগত হয়ে থাকুক। [৩৫] তাদের

যদি জিজ্ঞাস্য কিছু থাকে, বাড়িতে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করুক, কারণ নারীর পক্ষে জনসমাবেশে কথা
বলা লজ্জাকর ব্যাপার। ৩৬ নাকি ঈশ্বরের বাণী তোমাদের মধ্য থেকেই প্রথমে ধ্বনিত হয়েছে?
কিংবা কেবল তোমাদেরই কাছে পৌঁছে গেছে?

৩৭ কেউ যদি নিজেকে নবী বা আত্মিক দানের অধিকারী বলে মনে করে, তাকে মেনে নিতে হবে
যে, আমি যা যা বলছি, তা প্রভুরই আজ্ঞা; ৩৮ কেউ যদি তাতে স্বীকৃতি না দেয়, সেও স্বীকৃতি পায়
না। ৩৯ সুতরাং, হে আমার ভাই, তোমরা নবীয় বাণী দেবার জন্য আগ্রহী হও, এবং নানা ভাষায়
কথা বলার ব্যাপারে, তা বারণ করো না। ৪০ কিন্তু সবই যেন শালীনতা ও সুশৃঙ্খলা বজায় রেখে
করা হয়।

খ্রীষ্টের ও মৃতদের পুনরুত্থান

১৫ ভাই, আমি যে সুসমাচার তোমাদের কাছে প্রচার করেছি, যা তোমরা গ্রহণ করে নিয়েছ, যার
উপর সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছ, তারই কথা আমি তোমাদের মনে করিয়ে দিতে চাই। ২ আমি
তোমাদের কাছে সেই সুসমাচার যে রূপে প্রচার করেছি, সেই রূপে তা যদি আঁকড়ে ধরে থাক, তবে
তা দ্বারা তোমরা পরিত্রাণও পাচ্ছ, অন্যথা, তোমরা বৃথাই বিশ্বাসী হয়েছ! ৩ তোমাদের কাছে আমি
সর্বপ্রথমে তা-ই সম্প্রদান করেছি, যা আমার নিজেরই কাছে সম্প্রদান করা হয়েছিল, তথা: খ্রীষ্ট
আমাদের পাপের জন্য, শাস্ত্র অনুযায়ী, মৃত্যুবরণ করলেন, ৪ তাঁকে সমাধি দেওয়া হল; এবং শাস্ত্র
অনুযায়ী তিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হলেন; ৫ এবং তিনি কেফাসকে এবং পরে সেই বারোজনকে
দেখা দিলেন; ৬ পরে তিনি একইসময়ে পাঁচশ'র বেশি ভাইকেও দেখা দিলেন: এদের অধিকাংশ
এখনও আছে, কেউ কেউ কিন্তু এর মধ্যে নিদ্রাগত হয়েছে; ৭ তারপর তিনি যাকোবকে এবং পরে
সকল প্রেরিতদূতকে দেখা দিলেন। ৮ সবার শেষে তিনি আমাকেও—যেন এক
অকালজাতককেই—দেখা দিলেন। ৯ সত্যিই প্রেরিতদূতদের মধ্যে আমি সবচেয়ে নগণ্য; এমনকি
প্রেরিতদূত নামেরও যোগ্য নই, কারণ আমি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে নির্যাতন করেছি। ১০ কিন্তু আমি যা
আছি, তা ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আছি; আমার প্রতি তাঁর সেই অনুগ্রহ ব্যর্থ হয়নি, বরং তাঁদের
সকলের চেয়ে আমি বেশি পরিশ্রম করেছি—আসলে আমি নয়, বরং ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহ যা
আমার সঙ্গে আছে। ১১ যাই হোক, আমিই হই বা তাঁরাই হোন, আমরা এভাবেই প্রচার করেছি আর
তোমরা এভাবেই বিশ্বাস করেছ।

১২ সুতরাং, খ্রীষ্ট বিষয়ে যখন একথা প্রচার করা হয় যে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান
করেছেন, তখন তোমাদের কেউ কেউ কেমন করে বলতে পারে, মৃতদের পুনরুত্থান বলে কিছু
নেই? ১৩ মৃতদের পুনরুত্থান যদি না-ই হয়, তবে খ্রীষ্টও তো পুনরুত্থিত হননি। ১৪ আর খ্রীষ্ট যদি
পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের প্রচারও বৃথা, তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা। ১৫ আবার,
আমরা যে ঈশ্বর সম্বন্ধে মিথ্যাসাক্ষী, একথাই প্রকাশ পাচ্ছে, কারণ আমরা ঈশ্বরের বিপক্ষে এই
সাক্ষ্য দিয়েছি যে, তিনি খ্রীষ্টকে পুনরুত্থিত করেছেন যখন আসলে তাঁকে পুনরুত্থিত করেননি—
অবশ্য, যদি একথা সত্য যে, মৃতদের পুনরুত্থান হয় না। ১৬ কেননা মৃতদের পুনরুত্থান যদি না হয়,
খ্রীষ্টও পুনরুত্থিত হননি। ১৭ আর খ্রীষ্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে তোমাদের বিশ্বাস
অসার, এখনও তোমরা তোমাদের সেই পাপ-অবস্থায় রয়েছ। ১৮ আর যারা খ্রীষ্টে নিদ্রা গেছে,

তারাও একেবারে বিলুপ্ত। [১৯] আমরা যদি কেবল এজীবনেই খ্রীষ্টে প্রত্যাশা করে থাকি, তাহলে
সকল মানুষের মধ্যে আমরাই সবচেয়ে দুর্ভাগা।
[২০] আসলে খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন—নিদ্রাগতদের প্রথমফসল রূপে। [২১]
কেননা যেহেতু মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু, সেহেতু মানুষের মধ্য দিয়েও মৃতদের পুনরুত্থান—[২২]
আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রীষ্টেই তেমনি সকলে সঞ্জীবিত হবে—[২৩] অবশ্য যার যেমন
স্থান, সেই অনুসারে: সকলের আগে সেই খ্রীষ্ট, প্রথমফসল যিনি, তারপর, খ্রীষ্টের পুনরাগমনের
সময়ে, তারা, যারা তাঁরই। [২৪] এরপর সমাপ্তি আসবে; তখন তিনি সমস্ত আধিপত্য ও সমস্ত কর্তৃত্ব
ও পরাক্রম বিলুপ্ত করে দেওয়ার পর পিতা ঈশ্বরের হাতে রাজ্য সঁপে দেবেন। [২৫] কেননা যতদিন না
তিনি *সমস্ত শত্রুকে তাঁর পদতলে এনে রাখেন,* ততদিন তাঁকে রাজত্ব করতে হবে। [২৬] সর্বশেষ শত্রু
যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হবে, [২৭] কারণ *তিনি সবকিছুই বশীভূত করে রেখেছেন তাঁর পদতলে।* কিন্তু
যখন শাস্ত্রে বলে যে, সবকিছু বশীভূত করা হয়েছে, তখন স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, যিনি সমস্ত কিছু তাঁর
বশীভূত করেছেন, তিনি ছাড়া বাকি সবকিছু। [২৮] আর সবকিছু তাঁর বশীভূত করা হওয়ার পর স্বয়ং
পুত্রকেও তাঁর বশীভূত করা হবে, যিনি সবকিছু তাঁর বশে রেখেছেন; যেন স্বয়ং ঈশ্বরই হন
সবকিছু—সবারই মধ্যে।
[২৯] অন্যথা, মৃতদের হয়ে যারা দীক্ষাস্নাত হয়, তারা কী করবে? মৃতেরা যদি আদৌ পুনরুত্থিত না
হয়, তাহলে ওদের হয়ে তারা আবার কেন দীক্ষাস্নাত হয়? [৩০] আর আমরাই বা কেন ঘণ্টায় ঘণ্টায়
বিপদের সামনে দাঁড়াব? [৩১] ভাই, আমাদের প্রভু খ্রীষ্টযীশুতে তোমাদের নিয়ে আমার যে গর্ব, তারই
দোহাই দিয়ে বলছি: আমি প্রতিদিন মৃত্যুর সম্মুখীন! [৩২] এফেসসে সেই হিংস্র জন্তুগুলোর সঙ্গে যে
লড়াই করেছিলাম, আমি যদি জাগতিক কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তা করে থাকি, তবে তাতে আমার কী
লাভ হয়েছে? মৃতেরা যদি পুনরুত্থিত না হয়, তাহলে *এসো, খাওয়া-দাওয়া করি, কারণ
আগামীকাল মরব!* [৩৩] নিজেদের ভোলাতে দিয়ো না, 'কুসংসর্গ সৎচরিত্রকে নষ্ট করে।' [৩৪] সজ্ঞান
হও, যেমন উচিত! আর পাপ নয়। আসলে তোমাদের কেউ কেউ ঈশ্বর বিষয়ে অজ্ঞ হয়ে থাকতে
চায়; তোমাদের লজ্জা দেবার জন্যই আমি কথাটা বললাম।

পুনরুত্থিতদের দেহ

[৩৫] হয় তো কেউ বলবে: মৃতেরা কীভাবে পুনরুত্থিত হয়? কীভাবেই বা দেহে ফিরে আসে? [৩৬]
নির্বোধ! তুমি নিজে যা বোন, তা না মরলে তাতে জীবন আসে না। [৩৭] আর যা বোন, যে গাছ
উৎপন্ন হবে তা তো তুমি বোন না; বরং গমেরই হোক বা অন্য কোন কিছুরই হোক, তুমি নিতান্ত
একটা দানাই মাত্র বুনেছ; [৩৮] আর ঈশ্বর তাকে যে দেহ দেবেন বলে স্থির করলেন, তা-ই দেন;
প্রতিটি জীবকে তিনি তার নিজ নিজ দেহ দেন। [৩৯] সব মাংস একই মাংস নয়; মানুষের এক রকম,
পশুর মাংস অন্য রকম, পাখির মাংস অন্য রকম, ও মাছের মাংস অন্য রকম। [৪০] আছে স্বর্গীয় দেহ,
আবার আছে পার্থিব দেহ; কিন্তু স্বর্গীয় দেহগুলোর দীপ্তি এক রকম, ও পার্থিব দেহগুলোর দীপ্তি
অন্য রকম। [৪১] সূর্যের দীপ্তি এক রকম, চাঁদের দীপ্তি আর এক রকম, ও তারাগুলোর দীপ্তি আর এক
রকম, কারণ দীপ্তির দিক দিয়ে একটা তারার চেয়ে অন্য তারা ভিন্ন। [৪২] তেমনি মৃতদের পুনরুত্থান:
ক্ষয়শীলতায় বোনা হয়, অক্ষয়শীলতায় পুনরুত্থান হয়; [৪৩] হীনতায় বোনা হয়, গৌরবে পুনরুত্থান

হয়; দুর্বলতায় বোনা হয়, পরাক্রমে পুনরুত্থান হয়; ৪৪ প্রাণিক এক দেহকে বোনা হয়, আত্মিক এক
দেহ পুনরুত্থিত হয়। যখন প্রাণিক দেহ আছে, তখন আত্মিক দেহও আছে, ৪৫ কেননা লেখা আছে,
প্রথম মানুষ সেই আদম *সজীব এক প্রাণী হয়ে উঠল*; কিন্তু শেষ আদম জীবনদায়ী আত্মা হয়ে
উঠলেন। ৪৬ যা আত্মিক, তা প্রথম নয়, বরং যা প্রাণিক, তা-ই প্রথম; যা আত্মিক, তা পরেই এল।
৪৭ প্রথম মানুষ মাটি থেকে আগত, মৃন্ময়; দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গ থেকে আগত। ৪৮ মৃন্ময় যারা, তারা
সেই মৃন্ময়জনের মত, এবং স্বর্গীয় যারা, তারা সেই স্বর্গীয়জনের মত। ৪৯ আর আমরা যেমন সেই
মৃন্ময়জনের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব।

৫০ ভাই, আমি তোমাদের যা বলছি, তা এ: রক্তমাংস ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হতে সক্ষম
নয়; ক্ষয়শীলতা যে অক্ষয়শীলতার উত্তরাধিকারী হবে, তাও সম্ভব নয়। ৫১ দেখ, আমি তোমাদের
এক রহস্য জানাচ্ছি: আমরা সকলে নিদ্রাগত হব এমন নয়, কিন্তু সকলে রূপান্তরিত হব ৫২ এক
মুহূর্তের মধ্যে, চোখের নিমেষে, সেই শেষ তুরির ডাকে। হ্যাঁ, তুরি বাজবেই, আর তখন মৃতেরা
অক্ষয়শীল হয়ে পুনরুত্থিত হবে, এবং আমরা রূপান্তরিত হব; ৫৩ কারণ আমাদের এই ক্ষয়শীল
দেহকে অক্ষয়শীলতা পরিধান করতে হবে, এবং এই মরণশীল দেহকে অমরতা পরিধান করতে
হবে। ৫৪ আর এই ক্ষয়শীল দেহ অক্ষয়শীলতাকে পরিধান করার পর, এবং এই মরণশীল দেহ
অমরতাকে পরিধান করার পর, তখনই শাস্ত্রের এই বাণী সার্থক হবে: *মৃত্যু কবলিত হয়েছে
বিজয়ের উদ্দেশে।* ৫৫ *ওহে মৃত্যু, তোমার বিজয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার হুল?* ৫৬ পাপই
তো মৃত্যুর হুল, এবং বিধান পাপের শক্তি। ৫৭ তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি যে আমাদের প্রভু
যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা আমাদের বিজয় দান করেন! ৫৮ তাই, হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা, সুস্থির হও, অটল
হয়ে থাক, সর্বদাই সক্রিয় হয়েই প্রভুর কাজ করে চল, একথা জেনে যে, প্রভুতে তোমাদের পরিশ্রম
বৃথা নয়।

নানা বাণী, প্রীতি-শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ

১৬ পবিত্রজনদের জন্য সেই চাঁদা তোলা প্রসঙ্গে: আমি গালাতিয়ার মণ্ডলীগুলোকে যে নির্দেশ
দিয়েছিলাম, সেই অনুসারে তোমরাও কর। ২ তোমাদের আয় থেকে যা কিছু কেটে নিতে পেরেছ,
সপ্তাহের প্রথম দিনে তা জমাতে থাক; আমি যখন আসব, তখনই যেন চাঁদা তোলা না হয়। ৩ আর
আমি এসে উপস্থিত হলে, তোমরা সেই অর্থদান বহন করতে যাদের যোগ্য মনে করবে, আমি
তাদের একটা চিঠি দিয়ে যেরুসালেমে পাঠিয়ে দেব। ৪ আর যদি আমারও যাওয়া উচিত হয়, তবে
তারা আমার সঙ্গে যেতে পারবে।

৫ মাকিদনিয়া হয়ে আমার যাত্রা শেষ হলেই আমি তোমাদের ওখানে যাব, কারণ আমাকে
মাকিদনিয়া হয়ে যেতেই হবে। ৬ হয় তো তোমাদের ওখানে বেশ কয়েক দিন থাকব; কি জানি,
সারা শীতকালও থেকে যেতে পারব, আমি যেই দিকে যাত্রায় এগিয়ে যাব না কেন, তার জন্য যেন
তোমরাই ব্যবস্থা কর। ৭ আমি চাচ্ছি না, তোমাদের সঙ্গে আমার এই দেখা-সাক্ষাৎ চলতি-পথের
দেখা-সাক্ষাতের মত হোক, কারণ আমার প্রত্যাশাই, আমি তোমাদের কাছে বেশ কিছু দিন
থাকব—প্রভু যদি তেমনটি হতে দেন। ৮ কিন্তু পঞ্চাশত্তমী পর্ব পর্যন্ত আমি এখানে, এই এফেসসে,
থাকব, ৯ কারণ আমার সামনে বড় ও ফলপ্রসূ একটা দরজা খোলা রয়েছে, যদিও প্রতিদ্বন্দ্বী অনেকে

আছে।
১০ তিমথি যদি আসেন, তবে দেখ, তিনি যেন তোমাদের কাছে নির্ভয়ে থাকতে পারেন, কারণ
আমি যেমন, তিনিও তেমনি প্রভুর কাজ করে যাচ্ছেন। ১১ তাই কেউই যেন তাঁকে কম মূল্য না দেয়,
বরং তাঁকে শান্তিতে বিদায় দাও, তিনি যেন আমার কাছে আসতে পারেন, কারণ ভাইদের সঙ্গে
আমি তাঁর আসার অপেক্ষায় আছি।
১২ এখন ভাই আপল্লোসের কথা বলতে যাচ্ছি: আমি তাঁকে যথেষ্ট অনুরোধ করেছিলাম যেন তিনি
ভাইদের সঙ্গে তোমাদের কাছে যান; কিন্তু এখনই রওনা হতে আদৌ চাইলেন না; সুযোগ পেলে
যাবেন।
১৩ তোমরা জেগে থাক, বিশ্বাসে অটল হয়ে থাক, বীর্য দেখাও, বলবান হও। ১৪ তোমাদের সকল
কাজ ভালবাসায় সাধিত হোক। ১৫ ভাই, তোমাদের কাছে আর একটা অনুরোধ: তোমরা তো জান,
স্তেফানাসের বাড়ির লোকেরাই আখাইয়ার প্রথমফসল; তাছাড়া তাঁরা পবিত্রজনদের সেবায়
নিজেদের নিবেদিত করেছেন; ১৬ তোমরাও এঁদের মত মানুষকে, এবং যত সহকর্মী এঁদের সঙ্গে
পরিশ্রম করে, তাদের মান্য করে চল। ১৭ স্তেফানাস, ফর্তুনাতুস ও আখাইকস দেখা-সাক্ষাৎ করতে
এসেছেন বলে আমি আনন্দিত, কারণ তোমাদের উপস্থিতির অভাব তাঁরাই পূরণ করেছেন; ১৮ তাঁরা
আমার এবং তোমাদেরও মন শান্তিতে জুড়িয়ে দিয়েছেন। তাই তোমরা এঁদের মত মানুষদের যোগ্য
স্বীকৃতি দাও। ১৯ এশিয়ার মন্ডলীগুলো তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। আকুইলা ও প্রিস্কা এবং
তাঁদের বাড়িতে যে জনমণ্ডলী সমবেত হয়, তাঁরাও প্রভুতে তোমাদের আন্তরিক প্রীতি-শুভেচ্ছা
জানাচ্ছেন। ২০ ভাইয়েরা সকলেই তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। তোমরা পবিত্র চুম্বনে
পরস্পরকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও।
২১ "পল", এই প্রীতি-শুভেচ্ছা আমার নিজেরই হাতে লেখা। ২২ কেউ যদি প্রভুকে ভাল না বাসে,
সে বিনাশ-মানতের বস্তু হোক। মারানা থা! ২৩ প্রভু যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে থাকুক। ২৪
খ্রীষ্টযীশুতে আমার ভালবাসা তোমাদের সকলের সঙ্গে রইল।